রূপময় বাংলাদেশ

# বার্ষিক প্রতিবেদন

# ২০১৬-২০১৭

প্রকাশকাল ঃ অগাস্ট ২০১৮

## বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

জাতীয় পর্যটন ব্যবস্থাপনা সংস্থা

www.parjatan.gov.bd

# বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা কমিটি

১. বেগম ইশরাত জামান, মহা-ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), বাপক - আহ্বায়ক

২. জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (পিটিএস-১), বাপক - সদস্য

৩. জনাব জিয়াউল হক হাওলাদার, ব্যবস্থাপক (বিক্রয় উন্নয়ন ও জনসংযোগ), বাপক - সদস্য সচিব

৪. জনাব মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন হায়াত, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাপক - সদস্য

৫. জনাব মোহাম্মদ এহসানুল কবীর. ব্যবস্থাপক, (আইসিটি) বাপক - সদস্য

৬. জনাব আ,ন,ম মোস্তাদুদ দস্তগীর, ব্যবস্থাপক (পরি-২), বাপক - সদস্য

৭. জনাব মোঃ  জসিম উদ্দিন, ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব), বপাক -সদস্য

৮. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকোশলী (পূর্ত), বাপক -সদস্য

৯. জনাব মোঃ আবুল হাসান, উপ-ব্যবস্থাপক (ডিএফও), বাপক -সদস্য

১০. জনাব এস এম মুজাহিদুল আলম, উপ-ব্যবস্থাপক (এনএএইচটিটিআই), বাপক -সদস্য

১১. জনাব মোহাম্মদ শেখ মেহ্‌দি হাসান, উপ-ব্যবস্থাপক, (বিক্রয় উন্নয়ন ও জন সংযোগ) বাপক - সদস্য

# সূচিপত্র


| | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| ১. উপক্রমণিকা | ০১ |
| ২. বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন - এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি | ০২ |
| ৩. বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম ঃ | |
| (১) প্রশাসন বিভাগ | ০৩ |
| (২) বিক্রয় উন্নয়ন ও জনসংযোগ বিভাগ | ০৪-০৭ |
| (৩) আইসিটি বিভাগ | ০৮ |
| (৪) বাণিজ্যিক বিভাগ | ০৯-২২ |
| (৫) পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও পরিসংখ্যান বিভাগ | ২৩-২৬ |
| (৬) অর্থ ও হিসাব বিভাগ | ২৭-২৯ |
| (৭) ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্ বিভাগ | ৩০-৩৪ |
| (৮) ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট | ৩৪-৩৬ |
| পরিশিষ্ট - ক | ৩৭-৩৯ |
| পরিশিষ্ট - খ (অডিট আপত্তি) | ৪০ |

# উপক্রমণিকা

বাঙালী জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প পেয়েছে একটি মূর্ত গতিধারা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাঙালী জাতির পিতা বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, প্রসার, বিকাশ, বিদেশে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা এবং অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো সৃষ্টিসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৩ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। অপরদিকে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পর্যটন শিল্পকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং জিডিপি বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের সদয় নির্দেশনা দিয়েছেন। উক্ত নির্দেশনার আলোকে একটি কার্যকর সমন্বিত পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন অবকাঠামো তৈরীর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ব্যাপকতর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি সরকারের ভিশন ২০২১ এবং আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে পর্যটন শিল্প যাতে অবদান রাখতে পারে সে আলোকে এ সংস্থা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর ভিত্তিতে বহুমুখি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সবিশেষ ভূমিকা রেখে চলছে। এ সংস্থাটি নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ করে এবং কিছু সরকারি সহায়তায় পর্যটন নগরী কক্সবাজার, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা, সিলেট, কুয়াকাটা, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, খুলনা, মেহেরপুর, গোপালগঞ্জসহ সমগ্র দেশের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানসমূহে হোটেল, মোটেল, পিকনিক স্পট, রেস্তোরাঁ, বার, সুইমিং পুল, গল্‌ফ কোর্স ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি প্রবর্তন করে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের সেবা প্রদান এবং বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া, এ সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন 'ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' কর্তৃক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করে তাদের দেশে-বিদেশে তারকামানের হোটেল, রেস্তোঁরা, এয়ারলাইন্স এবং অন্যান্য পর্যটন ব্যবসায় নিয়োগের উপযুক্ত করে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে বিশাল অবদান রেখে চলেছে। এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করে তা সফলভাবে পরিচালনা করছে। এ ইনস্টিটিউট হতে এযাবৎ ৪৫,০০০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার) প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে-বিদেশে পর্যটন ও হোটেল শিল্পে সাফল্যের সাথে কাজ করছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ে ৭ম বারের মতো একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। এ বার্ষিক প্রতিবেদনে গত অর্থ বছরে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট থেকে আয় ও ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া সংস্থার নিজস্ব ও সরকারি অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় নির্মিত পর্যটন সুবিধাদির চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কর্তৃপক্ষের দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উদ্দীপনা সৃষ্টি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তোষসাধন, ব্যাপক প্রচারণা, বিস্তৃত বিপণন ও ব্যবসায়িক উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ব্যয় সংকোচন ও নিবিড় তত্ত্বাবধানের কারণে বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। ফলশ্রুতিতে, অত্র সংস্থা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৭,৯৫০.৪৬ লক্ষ টাকা আয় করার মাইলফলককে অতিক্রম করে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১০,০৪৭.৩০ লক্ষ টাকা আয় করেছে। তবে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন, পেনশন এবং অন্যান্য কতিপয় কারণে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কাংখিত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু উক্ত অর্থ বছরেই মোট ৬(ছয়) জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পেনশন বাবদ ২৮০.২৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত অর্থ বছরে সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট নির্মাণ/সংস্কার ইত্যাদি কাজের জন্য সর্বমোট ১৩৯.১৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করায় তা করপূর্ব মুনাফার ওপর প্রভাব ফেলেছে।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে এ সংস্থা সুনির্দিষ্টভাবে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সেসকল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্টদের অবগতির জন্য জনসম্মুখে প্রকাশ করা জরুরী বলে আমরা মনে করছি। সেই লক্ষ্যেই এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন। আমরা বিশ্বাস করি এই প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্ত এদেশের পর্যটন গবেষক, সাংবাদিক, পর্যটন উন্নয়নকর্মী ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের উপকারে আসবে। এছাড়াও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের প্রতি সংহতি প্রকাশ এবং এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সম্পর্কে দেশের নাগরিকের একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা জরুরী বলে আমরা মনে করি।

এই প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্তসমূহ সঠিক ও সাবলীলভাবে উপস্থাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠকমন্ডলীর নজরে এলে তা সংশোধনের জন্য তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে, যাদের শ্রমে ও মেধায় এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে তাদের সকলকে সাধুবাদ জানাই।

২৮.৭.২০১৮

আখাতারুজ জামান খান কবির
চেয়ারম্যান

# বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন একটি স্ব-শাসিত বাণিজ্যিক সংস্থা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর উদ্যোগে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং -১৪৩ এর অধীনে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন গঠিত হয় এবং ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি এর কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর অধীনে দেশব্যাপী ৪৬ টি স্থাপনা রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ইউনিটের সংখ্যা ২৯ টি এবং অবশিষ্ট ১৭ টি ইউনিট লিজভিত্তিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। উপর্যুক্ত ৪৬ টি ইউনিটের বিবরণ অত্র প্রতিবেদনের বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মকান্ডে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

## বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর জনবল ও পরিচালন পদ্ধতিঃ

| বিবরণ | অনুমোদিত পদ | কর্মরত কর্মকর্তা | কর্মরত কর্মচারী | মোট | কর্মরত কার্যসহকারী | সর্বমোট কর্মরত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **প্রধান কার্যালয়** | ২৬০ | ৮০ | ৭৫ | ১৫৫ | - | **১৫৫** |
| **বাণিজ্যিক ইউনিট** | ১৯৯৩ | ১৬৭ | ১৯৮ | ৩৬৫ | ৫০৯ | **৮৭৪** |
| **সর্বমোট** | **২২৫৩** | **২৪৭** | **২৭৩** | **৫২০** | **৫০৯** | **১০২৯** |

সংস্থার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতন ও সর্বপ্রকার ভাতা বাপক-এর নিজস্ব আয় থেকে নির্বাহ করা হয়।

### পরিচালনা পর্ষদ

০১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও ০৩ (তিন) জন পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সংস্থা পরিচালিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্য সরকার কর্তৃক নিয়োগ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে আবাসন, পানাহার ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টির পাশাপাশি দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্টকরণ, পর্যটকদের পরিবহন ব্যবস্থা ও পর্যটন পণ্যের বিপণনের কাজ করছে। এ কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সংস্থায় ০৯টি আলাদা বিভাগ রয়েছে ঃ

১. প্রশাসন বিভাগ;
২. বিক্রয় উন্নয়ন ও জনসংযোগ বিভাগ;
৩. তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগ;
৪. বাণিজ্যিক বিভাগ;
৫. পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও পরিসংখ্যান বিভাগ;
৬. অর্থ ও হিসাব বিভাগ;
৭. এস্টেট বিভাগ;
৮. পূর্ত বিভাগ ও
৯. ডিউটি ফ্রি অপারেশন্স।

## ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকান্ড

# প্রশাসন বিভাগ

### উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- দক্ষ জনবল তৈরির জন্য দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে বিগত ১ বছরে মোট ২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরকারি বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য সুবিধাদি যথাসময়ে প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অবসরপ্রাপ্ত ৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পেনশন বাবদ ২৮০.২৪ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে;
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য গত ১ বছরে ১২টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- বাপক-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও হোটেল অবকাশে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ও আর্চওয়ে স্থাপন করা হয়েছে;
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সমাজ কল্যাণ খাত হতে ৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ১,৭৮,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- অনলাইন এইচআর ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর পিডিএস প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে;
- ২০১৬-১৭ সময়ের মধ্যে বাপক-এর পিআরএল গমণকারী ৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে পিআরএল গমণের অনুমতিসহ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়েছে;
- বাপক-এর সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ/মেলা/সেমিনার-এ অংশ গ্রহণের তথ্য হালনাগাদকরণ;
- বাপক-এর কর্মচারী চাকরি (মডেল) প্রবিধানমালা ১৯৯০ হালনাগাদ করণ;
- সংস্থার অন্তর্ভুক্ত গাড়ির মালিকানা ব্লু বুক প্রাইভেট থেকে পাবলিক এ রূপান্তর করায় সংস্থার ৫ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

### সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠার সময় এ প্রতিষ্ঠানে ১৩৭২ পদ বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত ছিল। অত:পর ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের জন্য ২২৮ টি এবং বাণিজ্যিক ইউনিটের জন্য ৪৩১ টি পদসহ মোট (২২৮+৪৩১)=৬৫৯ পদ বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

| বিবরণ | অনুমোদিত পদ | কর্মরত কর্মকর্তা | কর্মরত কর্মচারী | মোট | কর্মরত কার্যসহকারী | সর্বমোট কর্মরত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রধান কার্যালয় | ২৬০ | ৮০ | ৭৫ | ১৫৫ | - | **১৫৫** |
| বাণিজ্যিক ইউনিট | ১৯৯৩ | ১৬৭ | ১৯৮ | ৩৬৫ | ৫০৯ | **৮৭৪** |
| **সর্বমোট** | **২২৫৩** | **২৪৭** | **২৭৩** | **৫২০** | **৫০৯** | **১০২৯** |

মোট কর্মরত স্থায়ী জনবল ঃ ২৪৭ + ২৭৩ = ৫২০
কার্যসহকারী হিসেবে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে সংস্থার বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত জনবল = ৫০৯ জন।

# জনসংযোগ ও বিক্রয় উন্নয়ন বিভাগ

## ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জনসংযোগ শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের জনসংযোগ বিভাগ নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের জনসংযোগ বিভাগ বিভিন্ন প্রচার-প্রচারনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে বিবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জনসংযোগ শাখা কর্তৃক গৃহীত পর্যটকদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে ঃ

- UNWTO Commission for East Asia and the Pacific commission for South Asia UNWTO Regional Forum for crisis Communication বিষয়ে Radisson Blue Chittagong Bay View তে ১৫-১৭ মে ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সেমিনারে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, অতিরিক্ত সচিব অংশগ্রহণ করেন।

Feasibility Study for Tourism Centers Development উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী।

নৌ পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে নারায়নগঞ্জের পাগলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর মেরী এন্ডারসন এর স্থলে সোনারগাঁও ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন, এমপি, একই মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব এস.এম গোলাম ফারুক, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

BPC & PFDA এর মধ্যে Vocational প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উপলক্ষে সম্পাদিত দিপাক্ষিক চুক্তি অনুষ্ঠান।

BPC & IUCN এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

- নতুন আঙ্গিকে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, সিলেট, আর্কিওলজিক্যাল সাইটস, সুন্দরবন এর তথ্য ও চিত্র হালনাগাদ করে ব্রোশিওর মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যা দেশ বিদেশে অনুষ্ঠিত মেলায় দর্শনার্থীদের মধ্যে শুভেচ্ছাস্বরূপ বিতরণ করা হচ্ছে।

- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর এর উপর তথ্য ভিত্তিক প্রচারমূলক ব্রোশিওর বাংলায় ও ইংরেজীতে প্রকাশ করে এবং তা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ।

- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের সকল বিভাগওয়ারী পর্যটন আকর্ষণের উপর পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে চলচ্চিত্র ও প্রকশনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের উপর একটি চমৎকার সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে যা দেশে বিদেশে প্রেরণ করা হযেছে এবং ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। শীঘ্রই ঢাকা ও বরিশাল এবং খুলনা বিভাগের উপর সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশিত হবে।
- ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জাতীয় শহীদ মিনারে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ।
- দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে দেশি বিদেশি পর্যটকদের নিকট পর্যটন সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, যশোর সহ দেশের ৩ তারকা, ৪ তারকা, ৫ তারকা মানের হোটেলে পর্যটন প্রকাশনা সামগ্রী প্রেরণ।
- মধুকবির জম্ম বার্ষিকী উপলক্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি বিজড়িত সাগরদাড়িতে মধু মেলায় অংশগ্রহণ এবং পর্যটকদের মাঝে পর্যটন প্রকাশনা সামগ্রী বিতরণ ।
- পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে এবং বাণিজ্যিক প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রয়াসে পর্যটন মোটেল-চট্টগ্রাম এর উপর একটি ব্রোশিওর মুদ্রণ করা হয়েছে।
- পর্যটন প্রচারণার অংশ হিসেবে এবং বাপক এর হোটেল মোটেল এর প্রচারণার জন্য বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং স্মরণিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে।

জাতির পিতার শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন

পর্যটন দিবস ২০১৬ এর র‍্যালি

- ভিজিট বাংলাদেশ উপলক্ষে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার প্রয়াসে **‘হৃদয়ের রংধনু-Life in Rainbow’ নামক ১০ (দশ) মিনিটের** একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

- বাংলাদেশ সেনা বাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ বাহিনীর সদস্যদের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন শান্তি মিশনসমূহে পর্যটন প্রকাশনা সামগ্রী প্রতিনিয়তই প্রেরণ করা হচ্ছে।

- বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম ফেয়ার এবং বাংলাদেশ ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম ফেয়ারসহ অন্যান্য প্রদর্শনীয় মেলায় প্রয়োজনীয় প্রচার সামগ্রী সৌজন্যমূলক প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এর তত্ত্বাবধান করা।

- বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও যথাসময়ে সংস্থায় আয়োজিত বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ও খবর প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

- পটুয়াখালীর জেলার **কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকতে** ৩দিন ব্যাপী ১৪-১৬ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত **'মেগা বিচ কার্নিভ্যাল-২০১৭'**-এ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর অংশগ্রহণ ও প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

- বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ পর্যটন তথ্যকেন্দ্রের সেবার মান উন্নয়ন করা হয়েছে।

- ঢাকার টিএসসির গোল চত্বরের সম্মুখভাগে ২০১৬ এর ১৪-১৬ নভেম্বর বাংলাদেশ ইয়ুৎ স্টুডেন্ট ফর ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট এর সাথে **'নবান্ন ও লোকজ মেলায়'** বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অংশগ্রহণ করে এবং অত্র সংস্থার এনএইচটিটিআই এর ছাত্র/ছাত্রীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন প্রকার পিঠা, পায়েস এর আয়োজন করা হয়।

- ২৫ জুন ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ঢাকা - চট্টগ্রাম রেলপথে নতুন সংযোজন **সোনার বাংলা** রেলওয়েতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন হতে খাদ্য সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ।

- বাংলাদেশে আয়োজিত 4th Roll Ball World cup Tournament ২০১৭ উপলক্ষে সকল বিদেশি- দেশি খেলোয়ার এবং আগত অতিথিদের মাঝে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন হতে পর্যটন প্রকাশনা সামগ্রী বিতরণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সরবরাহ করা হয়েছে।

- 2nd Youth Tourism Festival 2017 উপলক্ষে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অংশগ্রহণ করে।

- পর্যটন আইডিয়া চ্যালেঞ্জ নামে বেসরকারি পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান TripZip এর সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যাার মাধ্যমে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে নতুন ধারনা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২০১৭ সালে জুন মাসে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সোনার বাংলা ট্রেনে ক্যাটারিং শুরু করে

# বিক্রয় উন্নয়ন শাখা

## গত ২০১৬ - ২০১৭ অর্থবছরে বিক্রয় উন্নয়ন শাখার কার্যক্রমসমূহ

১. যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিগত ০৭-০৯ নভেম্বর'২০১৬ তারিখে World Travel Mart (WTM)-2016 মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোশেন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

২. বিগত ১৫-১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিত "Bangladesh Bijoy Utsob-2016" মেলায় অংশগ্রহণের করা হয়।

৩. বিগত ২৫-৩১ জানুয়ারি ২০১৭ মেয়াদে টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জে আয়োজিত একাদশ রোভার মুট-২০১৭ শীর্ষক মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অংশগ্রহণ করে।

৪. ১৭-১৯ মার্চ ২০১৭ তে ৩ দিনব্যাপী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৭ উপলক্ষে টুঙ্গীপাড়ায় বই মেলায় অংশগ্রহণ।

৫. ২০ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল ২০১৭ সময়কালে বিআইসিসি ভবন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত Tour Operators Association of Bangladesh (TOAB) কর্তৃক Bangladesh Travel & Tourism Fair (BTTF)-2017 তে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অংশগ্রহণ করে।

৬. ২৩-০৮-২০১৬ তারিখ সংস্থার চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পর্যটন বর্ষ ২০১৬ উদযাপনে জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ইভেন্ট ক্যালেন্ডারের খসড়া প্রস্তুত করা হয়।

৭. ২৩-২৫ নভেম্বর'২০১৬ তারিখ কক্সবাজারস্থ "রয়েল টিউলিপ সি-পার্ল সি-বীচ রিসোর্ট এন্ড স্পা" এর অগ্রগতি বাস্তবায়ন ও "PATA New Tourism Frontiers Forum (PATA NTFF)-2016"-তে অংশগ্রহণ।

৮. ২০-২১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ০২ দিনব্যাপী "সামাজিক নকশা বিয়ে উৎসব"-এ বিসিআইসি ভবনে অংশগ্রহণ।

৯. ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ০১ অক্টোবর ২০১৬ মেয়াদে Visit Bangladesh Year-2016 তে "৫ম ট্যুরিজম ফেয়ার" এ অংশগ্রহণ।

১০. ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ সাভারস্থ জয় রেস্তোরায় "জয় এ বিজয়ের আনন্দ" শীর্ষক আনন্দ অনুষ্ঠান আয়োজন।

১১. ১৫-১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি-তে অনুষ্ঠিত "পৌষ-পার্বণ ও বিজয় উৎসব"-এ অংশগ্রহণ।

১২. ২১-২৭ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ বিশ্বখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাগরদাঁড়িতে ০৭ দিনব্যাপী "মধুমেলা"-তে অংশগ্রহণ।

১৩. ২২-২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত JATA Tourism Expo-2016 মেলায় অংশগ্রহণ।

১৪. ০২-০৮-২০১৬ তারিখ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন, এম.পি.-এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও বেজক্যাম্প বাংলাদেশ লিমিটেড এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৫. এ সংস্থার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৬ উদযাপনের আয়োজন করা হয়।

১৬. ১৪-১৬ জানুয়ারী'২০১৭ সময়ে অনুষ্ঠিত মেগাবিচ কার্নিভাল-২০১৭ এর সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ।

১৭. বাপক ও বিটিবি কর্তৃক ইভেন্ট ক্যালেন্ডার ২০১৭-১৮ তৈরী করে ০৫-০৩-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৮. ১২-১৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে আইসিসিবি ঢাকায় "12th International Congress on AIDS in Asia & the Pacific (ICAAP12)" অনুষ্ঠিত মেলায় বাপক এর অংশগ্রহণ।

১৯. বিগত ৬-১৪ মার্চ ২০১৭ ITB Berlin-2017 মেলায় অংশগ্রহণ।

২০. গত ১২-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মেয়াদে Outbound Travel Mart (OTM)-2016 New Delhi মেলায় অংশগ্রহণ।

# তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ বিভাগ

## ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ বিভাগ মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম

সরকার গৃহীত ডিজিটাল কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পর্যটকদের জন্য ই-তথ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন আইসিটি সেল গঠন করে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির অগ্রযাত্রায় সামিল হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং পর্যটকদের ই-তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে ঃ

- পর্যটন সংক্রান্ত ই-তথ্য সেবা প্রদান।
- নিজস্ব ডোমেইনের মাধ্যমে ই-মেইল করার ব্যবস্থা।
- সম্পূর্ণ প্রধান কার্যালয় LAN Connectivity আওতায় আনয়ন।
- হোটেল অবকাশের লবি Wi-fi নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন।
- প্রতিটি ডেস্কে কম্পিউটারের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- প্রতিটি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গৃহীত Access to Information (a2i) প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় অংশগ্রহণ এবং সাফল্যের সাথে ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের দোড়গোড়ায় পর্যটন সেবা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পুরনো ওয়েবসাইটটি পরিবর্তন করে www.parjatan.gov.bd নতুন ওয়েবপোর্টাল হিসেবে উন্নয়ন করা হয়েছে।
- বুকিং ইনফরমেশন মোবাইল ফোনের এসএমএস-এর মাধ্যমে নিশ্চিতকরণ।
- এসএমএস ও এমএমএস সার্ভিস চালুকরণ।
- হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী কম্পিউটার সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে অটোমেশন সফট্ওয়্যার প্রবর্তন।
- ডিউটি ফ্রি অপারেশন্স-এর বিক্রয় কার্যক্রম অটোমেশন।
- মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে পর্যটকদের তথ্য সেবা প্রদান

এছাড়াও আইসিটি সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হয়েছে যা অতি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে ঃ

- ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্ট গেটওয়েতে সংযুক্ত হয়ে অনলাইন রিজার্ভেশন সিস্টেমের সুবিধা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ।
- কল সেন্টার স্থাপন।

সরকার কর্তৃক দিনবদলের অঙ্গীকার নিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর আইসিটি সেল নিরলসভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

# বাণিজ্যিক বিভাগ

## ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

- নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত সংস্থার মেরী এন্ডারসন রেস্তোরাঁ ও বারটি আগুনে পুড়ে যাওয়ার কারণে নতুনভাবে চালু করার নিমিত্ত মেসার্স সোনারগাঁও ট্যুরিজম এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা বেসামারিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত থেকে গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ শুভ উদ্বোধন করেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটের সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে ক্যাটারিং সার্ভিস চালু করা হয়।
- ঢাকার মিরপুরে জাতীয় চিড়িয়াখানায় আগত সম্মানিত অতিথিদের মানসম্মত খাবার সরবরাহের জন্য ২টি ক্যান্টিন চালু করা হয়।
- ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রোলবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আগত খেলোয়াড় ও অফিসিয়ালদের মানসম্মত খাবার পরিবেশন করা হয়।
- বগুড়ার মহাস্থানগড়কে ২০১৭ সনের জন্য সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মহাস্থানগড়ে আগত অতিথিদের সেবা প্রদানের জন্য একটি স্ন্যাকস কর্ণার চালু করা হয়েছে।
- সংস্কার ও মেরামত কাজ ঃ

সংস্থার বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের বেশীর ভাগ স্থাপনার সংস্কার ও মেরামত কাজের জন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করেছেন। এর ফলে ইউনিটসমূহে অতিথি সেবার মান ও আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

- ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে রেয়াতঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের/শিক্ষার্থীদের জন্যে বাপক-এর নিজস্ব পরিচালনাধীন হোটেল-মোটেলসমূহে অবস্থানের জন্য প্রচলিত কক্ষভাড়ার ওপর অমৌসুমকালীন সর্বোচ্চ ৫০% এবং মৌসুমকালীন সর্বোচ্চ ২০% রেয়াতী সুবিধা (শুধুমাত্র আবাসিক) প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সুবিধা গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী/শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর/সুপারিশে ন্যূনতম ২৫ জনের একটি দলের জন্যে ইউনিট ব্যবস্থাপক বরাবরে আবেদন করতে হবে।

**বাণিজ্যিক ইউনিট সমুহের গত ০৩ বছরের করপূর্ব মুনাফা, অপারেটিং মুনাফা ও আয়ের তুলনামূলক চিত্রঃ**

১। করপূর্ব মুনাফার তুলনামূলক চিত্র ঃ

| অর্থ বছর | *করপূর্ব মুনাফা* |
|---|---|
| ২০১৪-১৫ | ১২৯৫.৫৩ |
| ২০১৫-১৬ | ১৪৬২.১৮ |
| ২০১৬-১৭ | ১৪৮৬.২২ |

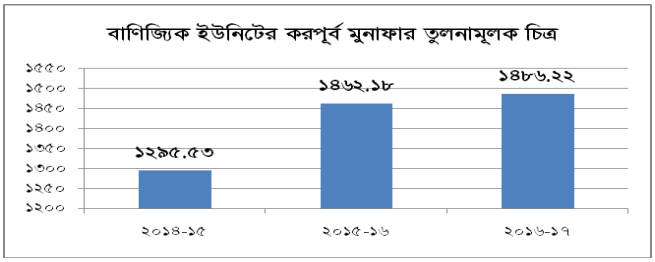


২। অপারেটিং মুনাফার তুলনামূলক চিত্র ঃ

| **অর্থ বছর** | ***অপারেটিং মুনাফা*** |
|---|---|
| ২০১৪-১৫ | ১৭৭৪.০৫ |
| ২০১৫-১৬ | ১৯১৪.৯৮ |
| ২০১৬-১৭ | ২৩৮০.৪৮ |

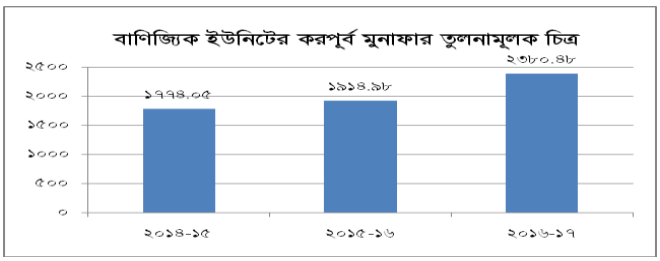


৩।আয়ের তুলনামূলক চিত্র ঃ

| অর্থ বছর | *অপারেটিং মুনাফা* |
|---|---|
| ২০১৪-১৫ | ৭০২৭.৩৯ |
| ২০১৫-১৬ | ৭৭৬৬.৩৩ |
| ২০১৬-১৭ | ৯৯১৬.৮৬ |

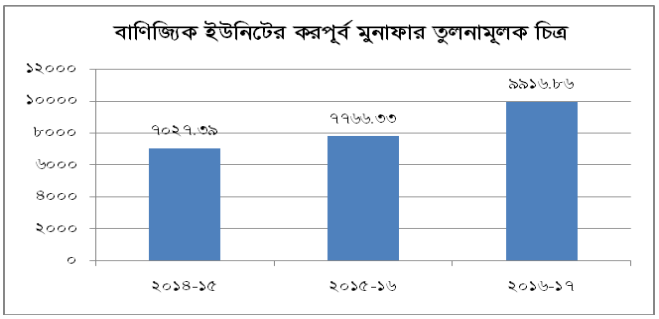

## (ক) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের বর্ণনা ঃ

### (১) এনএইচটিটিআই, মহাখালী, ঢাকা ঃ

পর্যটন শিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বাণিজ্যিক কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি ১৯৭৪ সালে জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রতিষ্ঠান (এনএইচটিটিআই) ও ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্ (ডিএফও) একই সঙ্গে মোট ০.৭৬৮০ একর জমির উপর অবস্থিত। এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সে এ যাবত ৪৫,০০০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার) ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। (এ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ প্রতিবেদনের মূল অংশে প্রদান করা হয়েছে।)

### (২) হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা ঃ

জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই)-এর একটি এ্যাপ্লিকেশন হোটেল হিসেবে হোটেল অবকাশ প্রশিক্ষণার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট প্রদানের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ৩৫ কক্ষবিশিষ্ট হোটেলটিতে ২২টি এসি ডিলাক্স ও ১৩টি স্টান্ডার্ড এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ (মালঞ্চ রেস্তোরাঁ), ১৫০ আসনবিশিষ্ট একটি এসি ব্যাঙ্কুয়েট হল, ৪০ আসনবিশিষ্ট একটি এসি কনফারেন্স হল, ২০ আসনবিশিষ্ট একটি কফি সপ ও একটি পেস্ট্রি এন্ড বেকারী শপ বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

| সুবিধাদি | | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতিটি) |
|---|---|---|---|---|
| রয়েল স্যুট | | ০১ | ০১ | টাঃ ১০,০০০.০০ |
| ব্রাইডাল রুম | | ০১ | ০১ | টাঃ ৬,০০০.০০ |
| ডিলাক্স স্যুট রুম | | ০১ | ০১ | টাঃ ৬,০০০.০০ |
| ডিলাক্স এসি কুইন রুম | | ০৪ | ০৪ | টাঃ ৫,০০০.০০ |
| এসি টুইন ডিলাক্স | | ১৪ | ২৮ | টাঃ ৫,০০০.০০ |
| এসি টুইন স্ট্যান্ডার্ড | | ১৩ | ২৬ | টাঃ ৪,০০০.০০ |
| এসি কনফারেন্স হল -(আসন ৪০ জন) | পূর্ণদিবস | ২২ | ৪৪ | টাঃ ১৫,০০০.০০ |
| | অর্ধদিবস | ১৩ | ২৬ | টাঃ ১০,০০০.০০ |
| ব্যাঙ্কুয়েট হলঃ (২৫০ জন) | পূর্ণদিবস | | | টাঃ ২৫,০০০.০০ |
| | অর্ধদিবস | | | টাঃ ১৮,০০০.০০ |
| কফি সপ | | | | টাঃ ২,৫০০.০০ |

### (৩) ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্ (ডিএফও), মহাখালী, ঢাকা ঃ

১৯৭৮ সালে তৎকালীন ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রাথমিকভাবে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (বর্তমানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর) এ ০২টি শপ থাকলেও বর্তমানে এখানে ০৩টিসহ শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট-এ শপ চালুর মাধ্যমে ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্-এর কার্যক্রম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এটি মূলত বাপক-এর একটি বাণিজ্যিক ইউনিট। উল্লেখ্য, শুল্কমুক্ত বিপণীর আয় এই সংস্থার মোট আয়ের একটি অন্যতম প্রধান উৎস। (এ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ প্রতিবেদনের মূল অংশে প্রদান করা হয়েছে।)

## (৪) রেন্ট-এ-কার ও ভ্রমণ ইউনিট, ঢাকা ঃ

দেশী-বিদেশী পর্যটকদের পর্যটন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে এ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ইউনিটটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রেন্ট-এ-কার সার্ভিস এক সময় এ ক্ষেত্রে পথিকৃত হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এই বিভাগের দায়িত্বে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের বিনোদনের জন্য চন্দ্রা ও সালনায় ০২টি পিকনিক স্পট, নারায়ণগঞ্জের পাগলায় এমএল শালুক নামক ৫০ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ট্যুরিস্ট জাহাজ ও ০১টি স্পিড বোট আছে। গত ০৪-০২-২০১৮ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে বাপক, প্রধান কার্যালয়ে ০৪টি গাড়ী হস্তান্তর করা হয়েছে যা রেন্ট-এ-কার ও ভ্রমণ ইউনিটে ভাড়া ও ট্যুর পরিচালনার কাজে ব্যবহার করা হবে।

## (৫) জয় রেস্তোরাঁ, নবীনগর, সাভার, ঢাকা ঃ

জাতীয় স্মৃতিসৌধ-এর সম্মুখে ১৯৮৬ সালে দোতলা রেস্তোরাঁটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্মৃতিসৌধ চালু হওয়ার সময় তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশে এবং মন্ত্রিপরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে রেস্তোরাঁটি পরিচালনার দায়িত্ব বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে প্রদান করা হয়। তখন থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন 'জয় রেস্তোরাঁ' নামকরণ করে এটি পরিচালনা করে আসছে। এখানে রেস্তোরাঁ সুবিধা ছাড়াও ০১টি ফাস্ট ফুড শপ, ০১টি বার-বি-কিউ ও চটপটি শপ চালু রয়েছে। এতে ১২০ আসন বিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও ৬০ আসন বিশিষ্ট ফাস্টফুড শপ রয়েছে। এছাড়া, ভিআইপি অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য 'বংশী' নামে একটি রেস্ট রুম আছে।

## (৬) পর্যটন মোটেল, বগুড়া ঃ

২০০৩ সালে পুরাতন মোটেলটি ভেঙ্গে ১.০০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, বগুড়া নির্মাণপূর্বক বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মানসম্মত মোটেলটিতে ২৮টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ০২টি এসি স্যুইট, ২০টি এসি টুইন বেড ও ০৬টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। মোটেলটিতে ৬০ আসনবিশিষ্ট উন্নতমানের ০১টি রেস্তোরাঁ, ৩৫০ আসনবিশিষ্ট এসি কনফারেন্স হল, ৩০ আসনবিশিষ্ট কফি শপ ও ০১টি ট্যুরিস্ট রিক্যুইজিট শপ আছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| এসি রয়্যাল স্যুট- ফ্রিজ, টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানি | ০২ | ০২ | টাঃ ৫,৫০০.০০ |
| এসি ডিলাক্স কাপল বেড- টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানি | ০৫ | ০৫ | টাঃ ৩,৫০০.০০ |
| এসি টুইন বেড-টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানি | ২১ | ৪২ | টাঃ ৩,৫০০.০০ |
| ইকোনোমি বেড টুইন | ০১ | ০২ | টাঃ ৮০০.০০ |
| ইকোনোমি বেড সিঙ্গেল | ০৩ | ০৩ | টাঃ ৫০০.০০ |
| এসি কনফারেন্স হল (আসন ৩৫০) নূন্যতম ২ ঘন্টা | | | টাঃ ৩,০০০.০০ |
| পরবর্তী প্রতি ঘন্টা | | | টাঃ ১,২০০.০০ |
| মিনি কনফারেন্স (আসন ৩০) পূর্ণদিবস | | | টাঃ ৫,০০০.০০ |
| অর্ধ দিবস | | | টাঃ ৩,০০০.০০ |

## (৭) পর্যটন মোটেল, রাজশাহী ঃ

২.০০ একর জায়গার উপর ১৯৭৯ সালে নির্মিত রাজশাহীর তিনতলা পর্যটন মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোটেলটিতে ৫০টি কক্ষের মধ্যে ০৫টি ভিআইপি স্যুইট, ০১টি এসি থ্রি বেড, ০৭টি এসি টুইন বেড, ১৩টি এসি কাপল বেড, ২৪টি এসি সিঙ্গেল কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ০৬ শয্যার একটি ইকোনমি কক্ষ আছে। মোটেলটিতে ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল এবং ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ ও একটি ট্যুরিস্ট রিক্যুইজিট শপ আছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| ভিআইপি স্যুট রুম | ০৫ | ০৫ | টাঃ ৫,৫০০.০০ |
| এসি থ্রি বেড | ০১ | ০৩ | টাঃ ৪,০০০.০০ |
| এসি টুইন বেড | ০৭ | ১৪ | টাঃ ৩,২০০.০০ |
| এসি কাপল বেড | ১৩ | ১১ | টাঃ ৩,২০০.০০ |
| এসি সিঙ্গেল বেড | ২৪ | ২৪ | টাঃ ২,২০০.০০ |
| ইকোনমি বেড | ০১ | ০৬ | টাঃ ৪,০০.০০ |
| কনফারেন্স হল - এসি (১০০) পূর্ণ দিবস | | | টাঃ ৩,০০০.০০ |
| প্রতি ঘন্টা | | | টাঃ ১,০০০.০০ |
| কনফারেন্স হল - নন এসি (৫০) পূর্ণ দিবস | | | টাঃ ২,৫০০.০০ |
| প্রতি ঘন্টা | | | টাঃ ১,০০০.০০ |
| মিনি কনফারেন্স হল (৫০), প্রতি ঘন্টা | | | টাঃ ১,০০০.০০ |

## (৮) পর্যটন মোটেল, রংপুর ঃ

২.০০ একর জায়গার উপর ১৯৯০ সালে নির্মিত দুইতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, রংপুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩৪ কক্ষের মোটেলটিতে ০২টি ভিআইপি স্যুইট, ৩২টি এসি ডিলাক্স, ০৪টি ইকোনমি কক্ষ, ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্তোরাঁ এবং ১৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি কনফারেন্স হল রয়েছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| ভিআইপি এসি স্যুট- ফ্রিজ, টিভি, **টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানি** | ০২ | ০২ | টাঃ ৫,৫০০.০০ |
| এসি ডিলাক্স টুইন বেড-টিভি, **টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানি** | ১৮ | ৩৬ | টাঃ ৩,৫০০.০০ |
| ইকোনমি বেড | ১৪ | ১৪ | টাঃ ৩০০.০০ |
| এসি কনফারেন্স হল (১৫০) প্রথম ২ ঘন্টা | | | টাঃ ৪,০০০.০০ |
| পরবর্তী প্রতি ঘন্টা | | | টাঃ ১,০০০.০০ |

*উল্লেখ্য উক্ত পর্যটন মোটেল, রাজশাহী ও রংপুর-এ বর্তমানে সংস্কার কাজ চলছে। সংস্কার কাজ শেষ হওয়ার পর এর কক্ষ ভাড়া বৃদ্ধি করা হতে পারে।

## (৯) পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর ঃ

১.১৫ একর জায়গার উপর ১৯৯৮ সালে নির্মিত দ্বিতল ভবনে পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে দুই দফায় উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্তমানে ৪তলা বিশিষ্ট মোটেলে পরিণত হয়েছে। মোটেলটিতে ক্যাপসুল লিফট্ স্থাপন করা হয়েছে। মোটেলটিতে এসি ডিলাক্স কক্ষ ১২টি, ০৬টি এসি টুইন বেড কক্ষ ও ০২টি নন-এসি ইকোনমি কক্ষ এবং ৩০ আসন বিশিষ্ট একটি রেস্তোঁরা রয়েছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| এসি ডিলাক্স কক্ষ (টুইন বেড-০৭টি, কাপল বেড-০৫টি) সকল কক্ষে: টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা ) | ১২ | ১৯ | টাঃ ২,৮০০.০০ |
| এসি কক্ষ টুইন বেড | ০৬ | ১২ | টাঃ ২,৪০০.০০ |
| ইকোনমি বেড | ০২ | ০৪ | টাঃ ১,০০০.০০ |
| প্রতি বেড | - | - | টাঃ ৫০০.০০ |
| এসি কনফারেন্স হল (১০০) পূর্ণ দিবস | | | টাঃ ১০,০০০.০০ |
| প্রথম ২ ঘন্টা | | | টাঃ ৪,০০০.০০ |

## (১০) হোটেল পশুর, মংলা ঃ

বাংলাদেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর মংলায় পশুর নদীর তীরে ২.০০ একর জায়গায় হোটেল পশুর অবস্থিত। জায়গাটি মংলা পোর্ট অথোরিটির নিকট থেকে ৩০ বছরের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়। ২০০০ সালে দ্বিতলবিশিষ্ট হোটেল পশুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৬ কক্ষের হোটেলটিতে ০৩টি এসি কাপল বেড, ০৬টি এসি টুইন বেড, ০১টি নন-এসি কাপল বেড ও ০৬ টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ আছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| এসি কাপল বেড | ০৩ | ০৩ | টাঃ ২,৫০০.০০ |
| এসি টুইন বেড | ০৬ | ১২ | টাঃ ২,৫০০.০০ |
| নন-এসি কাপল বেড | ০১ | ০১ | টাঃ ১,৫০০.০০ |
| নন-এসি টুইন বেড | ০৬ | ১২ | টাঃ ১,৫০০.০০ |
| সকল কক্ষে টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা | | | |

## (১১) হোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম ঃ

চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ১.৩৬৭ একর জায়গার উপর ১৯৭৮ সালে মোটেল সৈকতের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। হোটেল সৈকতের মূল ভবনটি পুরাতন হওয়ায় ২০০৩ সালে সেটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। সেখানে আন্তর্জাতিক মানের একটি হোটেল নির্মাণের কাজ শেষ করে গত ০৩ মে, ২০১৬ তারিখে হোটেল সৈকত-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৫৩ কক্ষের হোটেলটিতে ০১টি ইন্টার ন্যাশনাল স্যুইট রুম, ০৭টি এসি স্যুইট রুম, ৬১ এসি ডিলাক্স কুইন রুম, ৮৪টি এসি স্ট্যান্ডার্ড টুইন/ কুইন বেড কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া, ৩০০ আসনবিশিষ্ট ০২টি কনফারেন্স হল, ১০০ ও ৫০ আসনবিশিষ্ট দুটি মিনি কনফারেন্স হল, ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, জিমনেশিয়াম, লন্ড্রী ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত কার পার্কিং সুবিধা আছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| ইন্টার ন্যাশনাল স্যুট রুম | ০১ | ০২ | টাঃ ১০,০০০.০০ |
| এসি স্যুইট রুম | ০৭ | ০৭ | টাঃ ৭,০০০.০০ |
| এসি ডিলাক্স কুইন রুম | ৬১ | ৬১ | টাঃ ৩,০০০.০০ |
| এসি স্ট্যান্ডার্ড টুইন/ কুইন | ৮৪ | ১৬৮ | টাঃ ৩,০০০.০০ |
| ব্যাংকোয়েট হল | | | টাঃ ২৫,০০০.০০ |
| কনফারেন্স হল (হালদা) | | | টাঃ ১৫,০০০.০০ |
| মিনি কনফারেন্স/মিটিং রুম (সাম্পান) | | | টাঃ ১০,০০০.০০ |

## (১২) পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটি ঃ

২৮.৩২ একর জায়গার উপর পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স অবস্থিত। প্রাথমিকভাবে একটি দ্বিতল মোটেলে ১৯৭৮ সালে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। মোটেলটিতে ১৯টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ১২টি এসি টুইন বেড ও ০৭টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ এবং ০৪ টি কটেজ রয়েছে। এছাড়া মোটেল চত্বরে ০২টি আকর্ষণীয় ট্রাইবাল কটেজ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৩ সালে নতুন ভবন নির্মাণ করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। নির্মিত ভবনে ৪৯টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ০২টি এসি স্যুইট রুম, ১৪টি এসি টুইন বেড, ০৬টি এসি কাপল বেড ও ২৬টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ। তাছাড়া, ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, ০১টি ফাস্ট ফুড কর্ণার ও কনফারেন্স হল, ট্যুরিষ্ট রিক্যুইজিট শপ রয়েছে। চিত্তাকর্ষণের জন্য লেকের উপর দুটি পাহাড়ের সংযোগস্থলে ০১টি ঝুলন্ত ব্রীজ রয়েছে যা কমপ্লেক্সের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ। এছাড়াও অতিথিদের লেকে ভ্রমণের জন্যে ১৬ আসন বিশিষ্ট ১টি ইঞ্জিন বোট প্রতিঘন্টায় জনপ্রতি ৫০০.০০ টাকা ভাড়ায় এবং একটি ৪ আসন বিশিষ্ট স্পীড বোট প্রতিঘন্টায় ২০০০.০০ টাকা ভাড়ায় পরিচালনা করা হয়।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| **নতুন ভবন** | | | |
| স্যুট রুম কাপল বেড/ টুইন | ০২ | ০৪ | টাঃ ৬,০০০.০০ |
| এসি টুইন বেড-টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা | ১৪ | ২৮ | টাঃ ৩,২০০.০০ |
| এসি কাপল বেড | ০৭ | ০৭ | টাঃ ৩,২০০.০০ |
| ননএসি টুইন বেড- টিভি | ২৫ | ৫০ | টাঃ ২,১০০.০০ |
| কনফারেন্স হল (পূর্ণ দিবস) | - | - | টাঃ ১০,০০০.০০ |
| কনফারেন্স হল (অর্ধ দিবস) | - | - | টাঃ ৬,০০০.০০ |
| **পুরাতন ভবন** | | | টাঃ ২,১০০.০০ |
| এসি টুইন বেড-টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা | ০৯ | ১৮ | টাঃ ২,৫০০.০০ |
| এসি কাপল বেড | ০৩ | ০৩ | টাঃ ২,৫০০.০০ |
| ননএসি টুইন বেড -টিভি | ০৬ | ১২ | টাঃ ১,২০০.০০ |
| ট্রাইবাল হানিমুন কটেজ-১ নন-এসি (টুইন বেড, ১ ডাবল বেড) | প্রতি কক্ষ | ০২ | টাঃ ২,১০০.০০ |
| পূর্ণ কটেজ | - | - | টাঃ ৪,২০০.০০ |
| ট্রাইবাল হানিমুন কটেজ-২ এসি (টুইন বেড, ১ ডাবল বেড) | প্রতি কক্ষ | ০২ | টাঃ ৩,০০০.০০ |
| পূর্ণ কটেজ | | - | টাঃ ৬,০০০.০০ |
| **পুরাতন কটেজ** | - | | |
| **এসি ডিলাক্স বাথটাবসহ (নিরালা)** ০২ টুইন বেড, ০২ কাপল বেড | ০১ | ০৪ | টাঃ ৩,০০০.০০ |
| এসি টুইন বেড (নিঝুম) ০২ টুইন বেড, ০২ কাপল বেড | ০১ | ০৪ | টাঃ ৩,০০০.০০ |
| নন-এসি (নিভৃতি) ০২ টুইন বেড, ০১ কাপল বেড | ০১ | ০৩ | টাঃ ১,৬০০.০০ |
| নন-এসি (নিলয়) ০২ টুইন বেড, ০১ কাপল বেড | ০১ | ০৩ | টাঃ ১,৬০০.০০ |
| ড্রাইভার বেড | ০১ | ০৬ | টাঃ ৪০০.০০ |

## (১৩) পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ি ঃ

৬.৫০ একর জায়গার উপর ২০০৩ সালে নির্মিত তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। খাগড়াছড়ি শহরের প্রবেশ মুখে চেঙ্গী নদীর তীরে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। মোটেলটিতে ২৫টি কক্ষের মধ্যে ০১টি এসি স্যুইট, ০৮টি এসি টুইন বেড ও ১৬টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ১০০ আসনবিশিষ্ট ০১টি এসি কনফারেন্স হল ও ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| এসি স্যুট রুম (কাপল বেড)- টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা প্যানির ব্যবস্থা | ০১ | ০১ | টাঃ ৪,০০০.০০ |
| এসি টুইন বেড - টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা প্যানির ব্যবস্থা | ০৮ | ১৬ | টাঃ ৩,০০০.০০ |
| নন এসি টুইন বেড | ১৬ | ৩২ | টাঃ ১,৬০০.০০ |
| ইকোনমি বেড | ০১ | ০৩ | টাঃ ৩০০.০০ |
| কনফারেন্স হল (৩৫০) পূর্ণ দিবস | | | টাঃ ৪,০০০.০০ |
| অর্ধ দিবস | | | টাঃ ২,৫০০.০০ |

(১৪)

## পর্যটন মোটেল, বান্দরবান ঃ

৭.০০ একর জায়গার উপর ২০০৩ সালে নির্মিত তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, বান্দরবান বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। শহরের প্রবেশমুখে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রের সম্মুখে মোটেল বান্দবান অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মোটেলটিতে ২৬টি কক্ষের মধ্যে ০১টি রয়েল এসি স্যুট, ০৩টি এসি ডিলাক্স, ০৭টি এসি টুইন বেড ও ১৫টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ১০০ আসনবিশিষ্ট ০১টি এসি কনফারেন্স হল ও ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| রয়েল এসি স্যুট রুম- টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা প্যানির ব্যবস্থা | ০১ | ০১ | টাঃ ৫,৪০০.০০ |
| এসি ডিলাক্স (কাপল বেড) | ০৩ | ০৩ | টাঃ ৩,০০০.০০ |
| এসি টুইন বেড - টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা প্যানির ব্যবস্থা | ০৭ | ১৪ | টাঃ ২,৪০০.০০ |
| নন এসি টুইন বেড | ১৫ | ৩০ | টাঃ ১,৫০০.০০ |
| ইকোনমি বেড | ০১ | ১০ | টাঃ ৪০০.০০ |
| কনফারেন্স হল (৩৫০) পূর্ণ দিবস | | | টাঃ ১২,৫০০.০০ |
| অর্ধ দিবস | | | টাঃ ৭,০০০.০০ |

(১৫)

## মোটেল উপল, কক্সবাজার ঃ

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৫.১০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট **'পর্যটন মোটেল উপল'এর ভবন** ১৯৬২-৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট হতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। সে সময় থেকে এ মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩৮ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ১৮টি এসি টুইন বেড, ২০টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। ০১টি ডরমিটরী কক্ষ ও ০১টি ৫০ আসনের রেস্তোরাঁও রয়েছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ০৫টি লাক্সারী কটেজ কটেজ আছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বিমান-এর কক্সবাজারস্থ অফিস এবং ০১টি ট্রাভেল এজেন্সীর অফিস এ মোটেলে অবস্থিত।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| এসি কাপল বেড/ টুইন বেড | ১৮ | ৩৬ | টাঃ ২,০০০.০০ |
| নন-এসি কাপল বেড/ টুইন বেড | ২৬ | ৫২ | টাঃ ১,৫০০.০০ |
| সকল কক্ষে: টিভি, টেলি, গরম ও ঠান্ডা প্যানির ব্যবস্থা | | | |
| লাক্সারী কটেজ | ০৫ | ১৫ | টাঃ ৪,০০০.০০ |

(১৬)

## মোটেল প্রবাল, কক্সবাজার ঃ

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৮.২৭ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট **'পর্যটন মোটেল প্রবাল'** এর ভবন ১৯৬২-৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে হস্তান্তর করা হয়। সে সময় থেকে এ মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩৮ কক্ষের মোটেলটিতে ০৮টি টুইন বেড এসি, ৩০টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ১২টি ডরমিটরী ও ০৯টি ইকোনমি কক্ষ আছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ০৫টি হানিমুন কটেজ আছে। এখানে ৫০-৬০ আসনবিশিষ্ট নন-এসি কনফারেন্স হল ও ৬২ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| এসি কাপল বেড/ টুইন বেড | ০৬ | ১২ | টাঃ ২,০০০.০০ |
| নন-এসি কাপল বেড/ টুইন বেড | ৩২ | ৬৪ | টাঃ ১,৫০০.০০ |
| ইকোনমি কক্ষ | ০৯ | ১৮ | টাঃ ৫০০.০০ |
| সকল কক্ষে টিভি, টেলি, গরম ও ঠান্ডা প্যানির ব্যবস্থা | | | |
| ডরমেটরি কক্ষ -০৪ জন | ১২ | ২৪ | টাঃ ২,০০০.০০ |
| ২০ জন | - | - | টাঃ ৪,৫০০.০০ |
| ৩০ জন | | | টাঃ ৬,০০০.০০ |
| ৪০ জন | | | টাঃ ৭,৫০০.০০ |
| ৫০ + জন | | | টাঃ ৯,৫০০.০০ |
| হানিমুন কটেজ | ০৫ | - | টাঃ ৪,০০০.০০ |

(১৭)

## মোটেল লাবণী, কক্সবাজার ঃ

কক্সবাজারস্থ পর্যটন মোটেল লাবণী। মোটেলটি ২.৪৭ একর জায়গার উপর অবস্থিত সৈকত নিকটবর্তী পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন একটি মোটেল। এ মোটেলের নামানুসারে লাবণী পয়েন্টের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে নির্মিত মোটেলটিতে সর্বমোট ৬০ টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে ২০ টি এসি কক্ষ, ৪০ টি নন এসি কক্ষ রয়েছে। ৮০ আসন বিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও ৬০ আসন বিশিষ্ট কনফারেন্স হল আছে। এছাড়াও ১৯৮১-৮২ সালে লাবণী ইয়থ ইন নামে একটি ডরমিটরী নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ভবনটি ভেঙ্গে একটি ভবন তৈরী করা হয়। ভবনটিতে ১৮ টি এসি ও ২২ টি ডরমিটরী কক্ষ রয়েছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| এসি মাস্টার বেড | ০১ | ০১ | টাঃ ৩,৪০০.০০ |
| এসি টুইন বেড/ কাপল বেড | ১১ | ১১ | টাঃ ২,৬০০.০০ |
| এসি ট্রিপল বেড | ০৪ | ১২ | টাঃ ৩,৮০০.০০ |
| এসি ফোর বেড | ০১ | ০৪ | টাঃ ৪,০০০.০০ |
| এসি কানেক্টিং রুম | ০১ | - | টাঃ ৫,৫০০.০০ |
| এসি টুইন বেড | ২০ | ৪০ | টাঃ ২,০০০.০০ |
| নন এসি টুইন বেড | ২৪ | ৪৮ | টাঃ ১,৪০০.০০ |
| নন এসি ইকোনোমি | ১২ | - | টাঃ ৩০০.০০ |
| কনফারেন্স হল (১০০ জন) | | | টাঃ ৭,০০০.০০ |

(১৮) **হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার ঃ**

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ২.৮২ একর জায়গার উপর ১৯৮৩ সালে তিনতলা বিশিষ্ট হোটেল শৈবাল নির্মিত হয়। ২৪ কক্ষের হোটেলটিতে ০২টি রয়েল এসি স্যুইট কক্ষ, ২০টি এসি টুইন বেডেড ডিলাক্স কক্ষ এবং ০২টি স্ট্যান্ডার্ড কক্ষ রয়েছে। হোটেলটিতে ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল ও ১৩০ আসনবিশিষ্ট উন্নতমানের **'সাগরিকা রেস্তোরাঁ'** রয়েছে। তাছাড়া, অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে গলফ্ বার, হোটেল থেকে সী বিচ পর্যন্ত ওয়াকওয়ে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীন। চিত্ত বিনোদনের জন্য হোটেলের সম্মুখে ঘাট বাঁধানো একটি বিশাল পুকুর রয়েছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| এসি রয়েল স্যুট | ০২ | ০৪ | টাঃ ৫,৫০০.০০ |
| এসি টুইন বেড | ২০ | ৪০ | টাঃ ৩,৬০০.০০ |
| নন-এসি টুইন বেড | ০২ | ০৪ | টাঃ ২,৩০০.০০ |
| কনফারেন্স হল | - | - | টাঃ ৭,০০০.০০ |

(১৯) **হোটেল নেটং, টেকনাফ ঃ**

কক্সবাজার থেকে ৮৩ কিঃ মিঃ দূরে টেকনাফ উপজেলার নিকটবর্তী একটি নির্জন পরিবেশে কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের ডানপাশে ২.০০ একর জায়গার হোটেলটির অবস্থান। ২০০০ সালে হোটেল নেটং-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৫ কক্ষবিশিষ্ট আধুনিক মানের হোটেলটিতে ০১টি স্যুইট, ০৪টি টুইন বেড এসি ও ১০টি টুইন বেড নন-এসি কক্ষ রয়েছে। হোটেলটিতে ১৫০ আসনবিশিষ্ট 'মাথিন' নামক একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| এসি স্যুট রুম | ০১ | ০২ | টাঃ ৩,৫০০.০০ |
| এসি টুইন বেড | ০৪ | ০৮ | টাঃ ২,০০০.০০ |
| নন-এসি টুইন বেড | ০৯ | ১৮ | টাঃ ১,৪০০.০০ |
| সকল কক্ষে- টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা | | | |

## (২০) পর্যটন মোটেল, সিলেট ঃ

সিলেট শহর থেকে প্রায় ০৭ কিঃ মিঃ দূরে বিমান বন্দর সড়কের বড়শলা নামক জায়গায় সিলেট ক্যাডেট কলেজ ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাঝামাঝি জায়গায় ২৭.০০ একর জমির উপর পর্যটন মোটেল, সিলেট অবস্থিত। ১৯৯৪ সাল থেকে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২৮ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০৫টি এসি কাপল/ কুইন, ১০টি এসি টুইন বেড ও ১৩টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এখানে ৬০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ এবং ১০০ আসনবিশিষ্ট ০১টি কনফারেন্স হল রয়েছে। মোটেলটিতে ০১টি ইকোপার্ক, চিলড্রেন্স মিনি পার্ক ও ০২টি ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| এসি কাপল বেড/ কুইন | ০৫ | ০৫ | টাঃ ৩,৫০০.০০ |
| এসি টুইন বেড-টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানি | ১০ | ২০ | টাঃ ৩,০০০.০০ |
| নন-এসি টুইন বেড-টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানি | ১৩ | ২৬ | টাঃ ২,৪০০.০০ |
| ড্রাইভার বেড | ০২ | ০৪ | টাঃ ৭,০০.০০ |
| এসি কনফারেন্স হল (আসন ৩৫০) পূর্ণ দিবস | | | টাঃ ৮,০০০.০০ |
| অর্ধ দিবস | | | টাঃ ৫,০০০.০০ |

## (২১) পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা ঃ

১৯৯৭ সালে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের ৫.০০ একর জায়গার উপর দ্বিতল ভবনে পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৬ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০১টি এসি ডিলাক্স, ০৪টি এসি টুইন বেড, ০৫টি নন-এসি টুইন বেড ও ০৬টি ইকোনমি কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি আধুনিক রেস্তোরাঁ রয়েছে। অতি সম্প্রতি আরও ২.০০ একর জায়গা অধিগ্রহণ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় কুয়াকাটা মোটেলের দক্ষিণ দিকে বৃহৎ পরিসরে নতুন ইয়ুথ ইন্ (২০০ বেডবিশিষ্ট) ও মোটেল (৮০ আসন রেস্তোরাঁ + ২০০ আসন কনফারেন্স হল + ০৪টি অতিথি কক্ষ) নির্মাণ করা হয়েছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| এসি ডাবল বেড (ডিলাক্স)- টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা প্যানির ব্যবস্থা | ০১ | ০২ | টাঃ ২,৫০০.০০ |
| এসি টুইন বেড | ০৪ | ০৮ | টাঃ ২,০০০.০০ |
| নন এসি টুইন বেড | ০৫ | ১০ | টাঃ ১,৫০০.০০ |
| ইকোনমি রুম (প্রতি বেড) | ০৬ | ১২ | টাঃ ৮০০.০০ |
| **পর্যটন মোটেল ও ইয়োথ-ইন** | | | |
| এসি রয়েল ডিলাক্স | ০১ | ০১ | টাঃ ৫,৫০০.০০ |
| এসি টুইন বেড | ০৭ | ১৪ | টাঃ ৩,৫০০.০০ |
| এসি কাপল বেড | ০১ | ০১ | টাঃ ৩,৫০০.০০ |
| নন-এসি কাপল বেড | ০৪ | ০৪ | টাঃ ২,০০০.০০ |
| নন-এসি ফোর বেড | ৩৬ | ১৪৪ | টাঃ ৩,০০০.০০ |
| নন-এসি টুইন বেড | ১০ | ২০ | টাঃ ২,০০০.০০ |
| কনফারেন্স হল (পূর্ণ দিবস) | - | - | টাঃ ১০,০০০.০০ |
| কনফারেন্স হল (অর্ধ দিবস) | - | - | টাঃ ৬,০০০.০০ |
| মিনি কনফারেন্স হল | - | - | টাঃ ৫,০০০.০০ |

## (২২) হোটেল মধুমতি, টুঙ্গীপাড়া ঃ

২০০১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান ও সমাধিস্থল গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় ১.৫০ একর জমির উপর দ্বিতল ভবনে হোটেল মধুমতির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২২ কক্ষবিশিষ্ট হোটেলটিতে ০৪টি এসি টুইন বেড, ০৫টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ ও ০৪ শয্যাবিশিষ্ট ১৩টি ডরমিটরী কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট আধুনিক রেস্তোরাঁ রয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| এসি টুইন বেড-(টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানি) | ০৪ | ০৮ | টাঃ ১,৫০০.০০ |
| নন-এসি টুইন বেড | ০৫ | ১০ | টাঃ ১,০০০.০০ |
| ডরমেটরি (৪ বেড) | ১৩ | ৫২ | টাঃ ৪০০.০০ |

## (২৩) পর্যটন মোটেল, বেনাপোল ঃ

যশোর-বেনাপোল সড়কে বেনাপোল স্থলবন্দরের জিরো পয়েন্টের ২.২৫ কিঃ মিঃ অগ্রভাগে পর্যটন মোটেল, বেনাপোল-এর অবস্থান। মোটেলটি ২০০৩ সালে ১.০০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট ভবনে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ২০ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০১টি স্যুইট, ০৬টি এসি টুইন বেড ও ১০টি নন-এসি টুইন বেড ও ০৪ শয্যাবিশিষ্ট ০৩টি ডরমিটরী রুম রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, ২৫ আসন বিশিষ্ট নন-এসি কনফারেন্স হল ও পর্যাপ্ত ওয়াশ রুম রয়েছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া |
|---|---|---|---|
| এসি স্যুট রুম | ০১ | ০১ | টাঃ ৩,৮০০.০০ |
| এসি টুইন বেড | ০৬ | ১২ | টাঃ ২,২০০.০০ |
| নন-এসি টুইন বেড | ১০ | ২০ | টাঃ ১,৫০০.০০ |
| সকল কক্ষে- টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা | | | |
| কনফারেন্স হল - (আসন সংখ্যা ৫০ জন) প্রথম দুই ঘন্টা | | | টাঃ ৩,০০০.০০ |
| পরবর্তী প্রতি ঘন্টা | | | টাঃ ৫০০.০০ |

## (২৪) পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ি ঃ

বাংলা সনেট প্রবক্তা মহাকবি মাইকেল মধুসুদন দত্তের স্মৃতিবিজরিত যশোরের সাগরদাঁড়িতে ২০০৩ সালে ০.৫০ একর জমির উপর পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। কমপ্লেক্সটিতে ০১টি আবাসিক কক্ষ ও ২৫ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্তোরাঁ রয়েছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া |
|---|---|---|---|
| নন-এসি টুইন বেড | ০২ | ০৪ | টাঃ ৬৯০.০০ |

## (২৫) পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর ঃ

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে ০২ একর জমির উপর মোটেলটি অবস্থিত। এলাকাটি মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত। মোটেলটিতে মোট ১২টি কক্ষ আছে। এর মধ্যে এসি টুইন বেড স্যুইট কক্ষ-০১টি, এসি টুইন বেড কক্ষ-০৪টি, নন-এসি টুইন বেড কক্ষ-০৬টি। তাছাড়া, ৬০ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্তোরাঁ আছে।

| সুবিধাদি | কক্ষ | বেড | ভাড়া (প্রতি কক্ষ) |
|---|---|---|---|
| এসি স্যুট রুম | ০১ | ০২ | টাঃ ১,১০০.০০ |
| এসি ডিলাক্স কক্ষ | ০৪ | ০৮ | টাঃ ৭০০.০০ |
| নন-এসি | ০৬ | ১২ | টাঃ ৩০০.০০ |
| এসি কনফারেন্স হল (আসন ১০০) পূর্ণ দিবস | | | টাঃ ৬,০০০.০০ |
| অর্ধ দিবস | | | টাঃ ৩,০০০.০০ |

## (২৬) সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়া

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়াটি ভিভিআইপি এবং ভিআইপিদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন 'সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়াটি' পরিচালনার জন্য গত ২০ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। জাতীয় সংসদ ভবনের ৩য় তলায় ভিভিআইপ এবং ভিআইপিদের জন্য ১৬০ আসন এবং ৯ম তলায় সুপ্রস্থ কিচেনসহ ৫৮ আসন বিশিষ্ট সন্মানিত অতিথি ও সংসদ সচিবালয় স্টাফদের জন্য স্টাফ ক্যাফেটেরিয়া চালু আছে।

### (২৭) সচিবালয় এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া

২০১০ সালে গণপূর্ত বিভাগের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৬নং ভবনের নীচতলায় পশ্চিশ পার্শ্বে খালি জায়গায় ছোট্ট পরিসরে 'এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া' নামে পরিচালনার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে আহবান জানানো হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের মে মাসে কেবিনেট মিটিং-এ এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া হতে খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যে কিচেনের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে ক্যাফেটেরিয়াতে ১৩৫০ বর্গফুট আয়তন এবং ৫০ জন লোক বসার ব্যবস্থা রয়েছে। ক্যাবিনেট মিটিংসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদামাফিক খাবার এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া, সচিবালয়ে আগত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এই ক্যাফেটেরিয় থেকে দুপুরের আহার করে থাকেন।

### (২৮) পর্যটন মোটেল জাফলং, সিলেট

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন জাফলং গুচ্ছ গ্রাম মেইন রোডের পশ্চিশ পার্শ্বে ৪.৫০ একর জমি নিয়ে ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ সালে তিনতলা ভবন নির্মাণের মাধ্যমে পর্যটন মোটেল জাফলং-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। মোটেলে মোট ০৪টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে। যার মধ্যে এসি টুইন বেড ৩টি এবং এসি কাপল বেড ১টি। ভবনের দ্বিতীয় তলায় অতিথিদের জন্য ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে।

### (২৯) সোনা মসজিদ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনা মসজিদ এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নবনির্মিত মোটেলটির নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর গত ১৫.০১.২০১৩ তারিখ ঠিকাদারের নিকট থেকে বুঝে নেয়া হয়। পরবর্তীতে গত ২৮.০২.২০১৩ তারিখে উচ্ছশৃংখল জনতা মোটেলটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। যার কারণে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। অচিরেই সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হবে।

## (খ) বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

### (১) সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বার, ঢাকা সিটি করপোরেশন সুপার মার্কেট, পরীবাগ, ঢাকা ঃ

০১.০১.২০১৭ তারিখ হতে ১০ বছর মেয়াদী নবায়ন চুক্তি সম্পন্ন করে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বারটি বার্ষিক ৯০.০০ লক্ষ টাকা (বার্ষিক ৭.৫% বর্ধিত হারে) প্রিমিয়ামে মেসার্স আসিফ ট্রেডার্স নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

### (২) রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার, মহাখালী, ঢাকা ঃ

২৯.০৯.২০১৪ তারিখ থেকে ০৫ বছর মেয়াদে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বারটি বার্ষিক ৭১.০৮ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামে (বার্ষিক ৫% বর্ধিত হারে) মেসার্স নেষ্ট নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

### (৩) মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বার, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ ঃ

০৩.০১.২০১৭ তারিখ থেকে মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বারটি বার্ষিক ২৯.১৭ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামে মেসার্স সোনারগাঁও ট্যুরিজম নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

### (৪) বগুড়া বার, পর্যটন মোটেল, বগুড়া ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পর্যটন মোটেল, বগুড়া চত্বরে ০.০৫৬৫ একর জমির উপর নব-নির্মিত প্রায় ৪৫০ বর্গফুট ভবনে বারটি অবস্থিত। বারটি ২৫-৩০ আসনবিশিষ্ট। বারটি গত ২৬.০৬.২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক মেসার্স ট্রেনসেটারস্ নামীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট বার্ষিক ৩৫.৫০ টাকা (বার্ষিক ৭.৫% বর্ধিত হারে) প্রিমিয়ামে ০৫ বছর মেয়াদে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লীজ প্রদান করা হয়েছে।

### (৫) ভাটিয়ারী গলফ্ বার, চট্টগ্রাম ঃ

ভাটিয়ারী গলফ্ এন্ড কান্ট্রি ক্লাব কর্তৃপক্ষের নিজস্ব স্থাপনায় ভাটিয়ারী গলফ্ বারটি বার্ষিক ৭০,০০০.০০ টাকা প্রিমিয়ামে ০১.০৫.২০০০ তারিখ থেকে প্রতি ০২ বছর পর পর নবায়ন সাপেক্ষে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

### (৬) ফয়'স লেক, চট্টগ্রাম ঃ

অত্যাধুনিক পর্যটন সুবিধাদি সম্বলিত একটি উন্নতমানের পর্যটন বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের পর্যটক আকর্ষণীয় এ স্থানটিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও মেসার্স কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোঃ লিঃ-এর মধ্যে ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক ০৮.০৯.২০০৫ তারিখ থেকে ৫০ বছর মেয়াদে বার্ষিক ২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামে ও বার্ষিক টার্ণওভার এর ২ঃ১

(২ ভাগ রেলওয়ে ও ১ ভাগ পর্যটন করপোরেশন) নির্ধারণ করে চুক্তি অনুযায়ী মেসার্স কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোঃ লিঃ নামীয় প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকাটি দেশের একটি অন্যতম পর্যটন বিনোদন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে।

**(৭) রেস্তোরাঁ ও বার, মোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম ঃ**

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকত চত্বরে ২০৪১.৮১ বর্গফুট জমির উপর ৩৫ আসনের রেস্তোরাঁ ও বারটি নির্মাণ করা হয়েছে। রেস্তোরাঁ ও বারটি ১৭.১১.২০১৭ তারিখে মেসার্স সুবর্ণা এন্টারপ্রাইজ নামীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট বার্ষিক ৪৬.৬০ টাকা (বার্ষিক ৭.৫% হারে বৃদ্ধিযোগ্য) প্রিমিয়ামে ০৫ বছরের মেয়াদে বেসরকারী ব্যবস্থাপনাধীনে লীজ নবায়ন চুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

**(৮) পর্যটন সুইমিং পুল, কক্সবাজার ঃ**

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স-এর হোটেল শৈবাল সংলগ্ন সুইমিং পুলটি ০১.০১.২০০৮ তারিখে মেসার্স এলিট একোয়াকালচার লিঃ-এর নিকট বার্ষিক ৭.১১ লক্ষ (বার্ষিক ২.৫% হারে বৃদ্ধিযোগ্য) প্রিমিয়ামে ১৫ বছরের জন্য বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে পরিচালনার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

**(৯) পর্যটন বার, রাঙামাটি ঃ**

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর রাঙামাটি পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স-এর বারটি বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত মেসার্স এস. জে. এস. এন্টারপ্রাইজ-এর নিকট বার্ষিক ৯.৭৭ লক্ষ টাকা (বার্ষিক ৭.৫ হারে বৃদ্ধিযোগ্য) প্রিমিয়ামে ০৫ বছর মেয়াদী লীজ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ২৯.০৯.২০১৪ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে।

**(১০) মাধবকুন্ড রেস্তোরাঁ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার ঃ**

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলায় মাধবকুন্ড জলপ্রপাতের সন্নিকটে ৫.০০ একর জমিতে ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্তোরাঁ নির্মাণ করে। রেস্তোরাঁ ২৮.০৩.২০১৬ তারিখে মেসার্স নগরী রিসোর্ট-এর সাথে বার্ষিক ৬.২৪ লক্ষ টাকা (বার্ষিক ৭.৫% হারে বৃদ্ধিযোগ্য) প্রিমিয়ামে ০৫ বছর মেয়াদী লীজ চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

**(১১) মৌলভীবাজার রেস্ট হাউজ, মৌলভীবাজার ঃ**

মৌলভীবাজার জেলা শহরে পরিত্যক্ত এ রেস্ট হাউজটি সংস্কারসহ নতুনভাবে পর্যটন শিল্পের উপযোগী পর্যটন স্থাপনা হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ৩০.০৬.২০০৪ তারিখ থেকে ১৫ বছর মেয়াদে বার্ষিক ৪,০১,১৭০.০০ টাকা প্রিমিয়ামে (বার্ষিক ৫% হারে বৃদ্ধিযোগ্য) মেসার্স ইউনাইটেড একোয়া ফার্মস্ (বাঃ) লিঃ-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে ২১.১১.২০১১ তারিখে জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার-এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

**(১২) চিলড্রেন্স এমিউজমেন্ট পার্ক, সিলেট ঃ**

পর্যটন মোটেল সিলেট সংলগ্ন ১৩ একর খালি জমিতে বিওটি পদ্ধতিতে চিলড্রেন্স এমিউজমেন্ট পার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে মেসার্স সিলেট শিশু পার্ক নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৬.০১.২০০৩ তারিখে ১৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি ২০টি রাইড স্থাপনপূর্বক প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে বার্ষিক প্রিমিয়াম হিসাবে ৫.০০ লক্ষ টাকা (বার্ষিক ২% চক্র বৃদ্ধি হারে) এবং বার্ষিক টার্ণওভার হিসাবে ২৪.০০ লক্ষ টাকা সমান চারটি কিস্তিতে পরিশোধ করছে।

**(১৩) গলফ্ বার, হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার ঃ**

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স-এর হোটেল শৈবাল-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে গলফার্সদের সুবিধার্থে আধুনিক গলফ্ বারটি নির্মাণ করা হয়েছে। গলফ্ বারটি কক্সবাজারে আগত পর্যটকদের চাহিদা মোতাবেক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ১০.১১.২০১৫ তারিখে বারটি বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক ৬৭.০৪ লক্ষ (বার্ষিক ২.৫% হারে চক্রবৃদ্ধিতে) টাকায় লীজ চুক্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে মেসার্স ফিমা এন্টারপ্রাইজ নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৫ বছর মেয়াদী লীজ চুক্তি নবায়নপূর্বক পরিচালিত হচ্ছে।

**(১৪) মংলা বার, হোটেল পশুর, মংলাঃ**

বাপক-এর মালিকানাধীন হোটেল পশুর, মংলা চত্বরে নব নির্মিত বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য মেসার্স মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে বার্ষিক প্রিমিয়াম ১২,২০,০০০/= টাকায় (বার্ষিক ৭.৫% বৃদ্ধিতে) ০৫ বছরের জন্য বারটি পরিচালনার নিমিত্তে গত ০৪-০২-২০১৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

**(১৫) সিলেট বার, সিলেট পর্যটন মোটেলঃ**

সিলেট পর্যটন মোটেল চত্বরে নব নির্মিত বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য মেসার্স এস এ এস ট্রেডার্স নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে বার্ষিক ২১,০০,৫০০/= টাকায় (বার্ষিক ৭.৫% বৃদ্ধিতে) ০৫ বছরের জন্য গত ০১-০৯-২০১৫ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করে হস্তান্তর করা হয়।

**(১৬) রাজশাহী বার, পর্যটন মোটেল, রাজশাহীঃ**

রাজশাহী মোটেল সংলগ্ন রাজশাহী বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার নিমিত্ত মেসার্স ট্র্যান্ডস্যাটারস নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে বার্ষিক প্রিমিয়াম ১৫,৫০,০০০/- টাকায় আগামী ০৫ বছরের জন্য (বার্ষিক ৭.৫% বৃদ্ধিতে) লীজ চুক্তি স্বাক্ষর করে গত ০১/০৫/২০১৬ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে।

**(১৭) পর্যটন রেস্তোরাঁ কান্তজিউ মন্দির, দিনাজপুরঃ**

বাপক এর মালিকানাধীন পর্যটন রেস্তোরাঁ কান্তজিউ মন্দির, দিনাজপুর বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার লক্ষ্যে মেসার্স রিভার এন্ড গ্রীন ট্যুরস নামীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট বার্ষিক প্রিমিয়াম ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকায় আগামী ০৫ বছরের জন্য (৭.৫% বৃদ্ধিতে) একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে গত ০১-০৭-২০১৬ তারিখ হস্তান্তর করা হয়েছে।

# পরিকল্পনা বিভাগ

## ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পরিকল্পনা শাখার কার্যক্রমসমূহ

পরিকল্পনা শাখা সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এ শাখার কাজের পরিধি ব্যাপক, তন্মধ্যে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকারি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন, পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি, পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমসহ জাতীয় সংসদের প্রশ্ন-উত্তর প্রস্তুতকরণ এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ কর্মশালা/সেমিনারে মোট ০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও বিদেশি পর্যটক আগমন, বাংলাদেশি পর্যটকদের বহির্গমন, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পর্যটন খাতে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি এবং অত্র সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হোটেল-মোটেলের অকুপেন্সি সংরক্ষণ কার্যক্রম এই বিভাগ থেকে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সংস্থার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী এ বিভাগে তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া এ বিভাগ সংস্থার এস্টেট বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ, দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত/লীজ গ্রহণ করার মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করে থাকে। এছাড়া বাপক-এর মালিকানায় থাকা সকল সম্পত্তির যথাযথভাবে দখল বজায় রাখা, সংরক্ষণ করাসহ নাম জারী, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর ইত্যাদি পরিশোধের মাধ্যমে হালনাগাদ করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিটের নানাবিধ মেরামত, সংস্কার, আধুনিকায়ন তথা রক্ষণাবেক্ষনমূলক কাজ পূর্ত শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

### ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যক্রম

০১. উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

- **এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প (অনুমোদিত প্রকল্প) ঃ**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংস্থার নিম্নবর্ণিত ১টি চলমান উন্নয়ন প্রকল্পঃ

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম, প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ও বাস্তবায়ন কাল | অগ্রগতি |
|---|---|---|
| ১. | **পর্যটনের উন্নয়নে পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।**<br>প্রকল্প ব্যয় : ১৯৯.৭৫ লক্ষ টাকা<br>বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি ২০১৬-জুন ২০১৭। | সমুদ্র কন্যা কুয়াকাটায় ওয়াচ টাওয়ার, পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালীর সোনারচরে বিশেষ পর্যটন অঞ্চল গঠন, কুয়াকাটা, তালতলী ও পাথরঘাটা-কে নিয়ে বিশেষ পর্যটন অঞ্চল গঠন, ভোলার মনপুরা ও চর কুকরী-মুকরী, টাঙ্গুয়ার হাওড়, সাতক্ষীরার মুন্সিগঞ্জ, পঞ্চগড়, নেত্রকোণার বিরিশিরি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বরগুনা জেলার তালতলীতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিস্তারিত সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহের প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে :<br>▪ কুয়াকাটায় ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ;<br>▪ নেত্রকোণার বিরিশিরি ও খালিয়াজুরিতে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;<br>▪ সাতক্ষীরার মুন্সিগঞ্জে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;<br>▪ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;<br>▪ পঞ্চগড়ে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;<br>▪ বারেকের টিলায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;<br>▪ সিলেটের জাফলং-এ পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ। |
| ২. | চট্টগ্রামস্থ পারকিতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন।<br>প্রকল্প ব্যয়-৬২১১.৩৭লক্ষ টাকা ।<br>প্রকল্প মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৯। | একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |

- **জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্প ঃ**

সুনামগঞ্জস্থ টাংগুয়ার হাওরে টেকসই দায়িত্বশীল পর্যটন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। এ প্রকল্পের আওতায় ০৪ টি কটেজ, একটি বোটেল, একটি ওপেন স্টেজ কাম রেস্তোরাঁ এবং জনসচেতনা বৃদ্ধি সংক্রান্ত গবেষণামূলক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

- **এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প ঃ**

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সংস্থার প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের মধ্য থেকে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন প্রকল্প বরাদ্দবিহীনভাবে সবুজপাতায় অন্তর্ভুক্ত হয়ঃ

## ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প ঃ

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | অগ্রগতি |
|---|---|---|
| ১। | আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ। | গত ০৯-০৮-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। গত ০৬-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে পিডব্লিউডি কর্তৃক প্রকল্পের নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এগিয়ে চলছে। |
| ২। | পঞ্চগড় সদর, তেতুলিয়া ও বাংলাবান্দায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন। | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS কর্তৃক সম্প্রতি পঞ্চগড় সদর, তেতুলিয়া ও বাংলাবান্দার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে এবং পঞ্চগড়ে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ৩। | জাতীয় হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) এর আপগ্রেডেশন এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জস্থ ক্ষতিগ্রস্ত সোনা মসজিদ পর্যটন মোটেলের সংস্কার ও উন্নয়ন। | ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) এর আপগ্রেডেশন এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের ক্ষতিগ্রস্ত মোটেল এর সংস্কার ও উন্নয়ন শীর্ষক প্যাকেজ প্রকল্পটি গত ২৮-০৬-২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের টেন্ডার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ৪। | বাংলাদেশের বিভিন্ন আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। | প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুতের জন্য রাস্তা/অবকাঠামো নির্বাচন ও ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হচ্ছে। |
| ৫। | ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জ জেলায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন। | সিরাজগঞ্জ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, ফরিদপুর প্রকল্পের জমি নিয়ে আইনী জটিলতা রয়েছে। |
| ৬। | কুমিল্লার লালমাই এলাকায় ও বরিশাল জেলার দুর্গাসাগর এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন | কুমিল্লার লালমাই এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। অন্যদিকে যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ৭। | পর্যটন বর্ষ উপলক্ষে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে সুবিধাদি প্রবর্তন। | পর্যটন বর্ষ প্রকল্পের আওতায় ১১টি হোটেল-মোটেল সংস্কার ও উন্নয়ন, ১৫ পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ০৪টি ট্যুরিস্ট কোচ এবং ০৪টি মাইক্রো বাস সংগ্রহ করা হয়েছে। |

**পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের (পিপিপি) আওতায় বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহ**

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অগ্রগতি |
|---|---|---|
| ১। | Development of Tourism Resort and Entertainment Village at Parjatan Holiday Complex at Cox's Bazar | কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল এর জমিতে পিপিপি এর আওতায় "Development of Tourism Resort & Entertainment Village at Parjatan Holiday Complex, Cox's Bazar" শীর্ষক প্রকল্পের RFP মূল্যায়ন শেষে Orion Group -কে নির্বাচিত করা হয়েছে। Orion Group -এর সাথে Negotiation সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়টি CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে । গত ০৯-১১-২০১৭ তারিখে Preferred Bidder Orion Development Consortium - কে Letter of Award (LoA) প্রদান করা হয়েছে। |
| ২। | Establishment of International Standard Tourism Complex at Existing Motel Upal Compound of BPC at Cox's Bazar | সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী নির্বাচনের লক্ষ্যে IFB ইস্যু করা হলে গত ২৯-০৬-২০১৭ তারিখে Invitation for Bid (IFB) প্রস্তাব জমা দেয়ার শেষ দিনে নির্ধারিত সময়ে Orion Power Meghnaghat Limited এর নিকট থেকে ১ টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রস্তাবটি মূল্যায়ন শেষে কমিটি কর্তৃক তা Non respnosive হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। |
| ৩। | Establishment of a 5-Star Hotel & Others Facilities at existing Motel Sylhet Compound of BPC at Sylhet | পিপিপিএ কর্তৃক নিয়োগকৃত Transaction Advisor কর্তৃক Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী নির্বাচনের লক্ষ্যে বর্তমানে IFB (Invitation for Bid) এবং Contract Document যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। IFB (Invitation for Bid) Ges Contract Document চূড়ান্ত করার পর IFB (Invitation for Bid) ইস্যু করার জন্য পত্রিকায় ও ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। |
| ৪। | Establishment of International Standard Hotel cum Training Centre on Existing Land of BPC at Muzgunni, Khulna | প্রকল্পটি পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়নের জন্য গত ৩০-১১-২০১৬ তারিখ সিসিইএ-এর সভায় অনুমোদিত হয়েছে। গত জুন ২০১৭ প্রকল্পটির Detail Feasibility Study (DFS) সম্পাদনের জন্য বুয়েটকে নিয়োগ দেয়া হয়। গত ১৭-০১-২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে এবং গত ০৪-০২-২০১৮ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে বুয়েট কর্তৃক খসড়া Detail Feasibility Study (DFS) উপস্থাপন করা হয়। |
| ৫। | Establishment of Star Standard Hotel at Mongla, Bagerhat. | বাগেরহাটের মংলায় বাপক-এর মালিকানাধীন পর্যটন মোটেল পশুরের স্থলে তারকামানের হোটেল নির্মাণ বিষয়ে CCEA কর্তৃক গত ০১-০৩-২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। গত জুন ২০১৭ প্রকল্পটির Detail Feasibility Study (DFS সম্পাদনের জন্য বুয়েটকে নিয়োগ দেয়া হয়। গত ১৭-০১-২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে এবং গত ০৪-০২-২০১৮ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে বুয়েট কর্তৃক খসড়া Detail Feasibility Study (DFS) উপস্থাপন করা হয়। |

## ০২. বৈদেশিক যোগাযোগঃ

দেশে পর্যটন শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন- জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO), SAARC, BIMSTEC, OIC, SASEC, UNESCAP, ACD'I সদস্যপদ লাভ করেছে এবং এ সংস্থাগুলোর সাথে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাপক নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে ও নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ এ সংস্থাগুলো কর্তৃক গত ২০১৬-১৭ সালে আয়োজিত বিভিন্ন সভা, সেমিনারে অংশগ্রহণসহ গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

০৩. অন্যান্য কার্যক্রমঃ

| | |
|---|---|
| ক) | ৯ম জাতীয় সংসদের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে অংশগ্রহণসহ গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। |
| খ) | বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতপূর্বক চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সহায়তায় সচিত্র তথ্য পুস্তিকা প্রণয়ন কার্যক্রম চলছে। |
| গ) | দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (যেমন- মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্য, পর্যটন বিশেষজ্ঞ) ও জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশের আলোকে পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহ পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। |
| ঘ) | জেলা প্রশাসক সম্মেলনে পর্যটন সম্পর্কিত গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে এ বিভাগ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। |
| ঙ) | 'বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন-২০১০ ও এর বিধিমালা'র আওতায় সারাদেশে বিশেষ পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং সংরক্ষণের কাজ এই বিভাগ থেকে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য এই আইনের আওতায় ৩৫ হাজার একর জমি পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। |
| চ) | সংস্থার কর্মকতা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এ বিভাগের প্রশিক্ষণ শাখা থেকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। |
| ছ) | বিদেশী পর্যটক আগমন, বাংলাদেশী পর্যটকদের বহির্গমণ, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত আয় এবং ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি এবং অত্র সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হোটেল মোটেলের অকুপেন্সী সংরক্ষণ কার্যক্রম পিটিএস বিভাগের পরিসংখ্যান শাখা থেকে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। |

০৪. গত ০৫ বছরের পর্যটন খাতে সরকারী অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতির বিবরণঃ

**(লক্ষ টাকায়)**

| অর্থ বছর | বরাদ্দের পরিমাণ | ব্যয়ের পরিমাণ | অগ্রগতি |
|---|---|---|---|
| ২০১২-২০১৩ | ১২৫৫.২৫ | ১৮৭২.৬৬ | ৯৩.৪৮% |
| ২০১৩-২০১৪ | ৫৯৫.০০ | ৬৪৪.৮১ | ৯৯.৯৭% |
| ২০১৪-২০১৫ | ২১৪৯.০০ | ২০৭৪.৪২ | ১০০% |
| ২০১৫-২০১৬ | ৫৭০.৯৪ | ৫৪১.২৯ | ১০০% |
| ২০১৬-২০১৭ | ১৪৯.৮১ | ১৪৯.৮১ | ১০০% |

০৫. গত ০৫ বছরের বিদেশী পর্যটক আগমণের পরিসংখ্যান এবং সরকারের আয়ের পরিমাণঃ

**(কোটি টাকায়)**

| বছর | পর্যটক আগমণ সংখ্যা | আয়ের পরিমাণ |
|---|---|---|
| ২০১২ | ৫,৮৮,১৯৩ জন | ৮২৫.৪০ |
| ২০১৩ | ২,৭৮,৭৮০ জন (প্রথম ৬ মাসের) | ৯৪৯.৫৬ |
| ২০১৪ | - | ১২২৭.৩০ |
| ২০১৫ | ৬,৪৩,০৯৪ জন | ১১৩৬.৯১ |
| ২০১৬ | ৬২০,০০০ জন (প্রায়) | ৮০৭.৩২ |

(সূত্র ঃ স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) ও বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (সূত্র ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।)

# অর্থ ও হিসাব বিভাগ

## অর্থ ও হিসাব বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন, বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষে ১৯৭২ সনে ১.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধনের বিপরীতে ৫.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে মাননীয় রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৩ বলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র সংস্থা সৃষ্টি লগ্নে ছোট ছোট ৬ টি ইউনিট নিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে । যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪৬ টিতে উন্নীত হয়েছে।

### ১। গত ০৫ (পাঁচ) অর্থ বছরে সংস্থার করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি) |
|---|---|
| ২০১২-১৩ | ৬১২.৩৩ |
| ২০১৩-১৪ | ৩০৫.৩১ |
| ২০১৪-১৫ | ২৪৯.০৮ |
| ২০১৫-১৬ | ১০৭.০২ |
| ২০১৬-১৭ | -৩৮৫.০৯ |

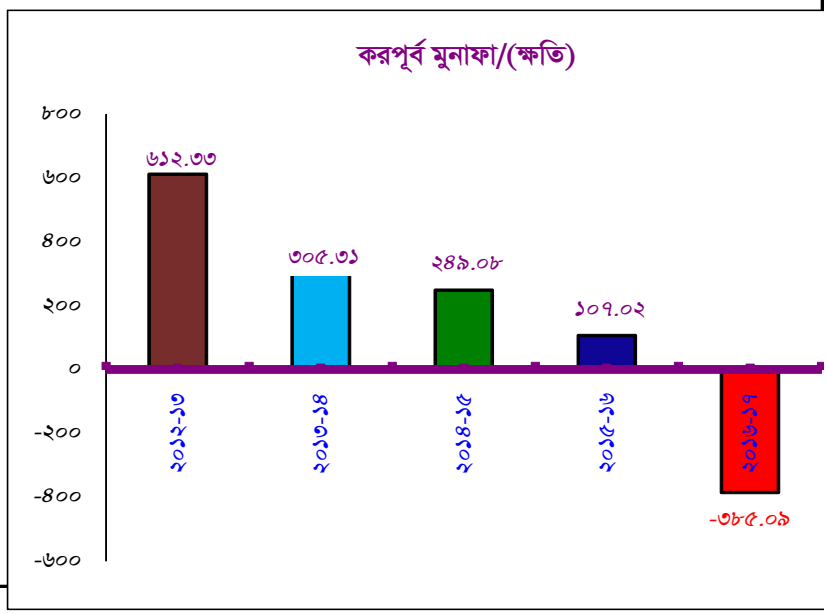


### ২। সংস্থার ০৫ (পাঁচ) অর্থ বছরের মোট আয়ের বিবরণ ঃ

বর্তমান কর্তৃপক্ষের দক্ষ ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনার সুবাদে এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট আয় করেছে ৭১৬৮.৩৩ লক্ষ টাকা ,২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৭২২৩.৪৪ লক্ষ টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৭২৬২.২৭ লক্ষ টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৭৫০৯৫.৪৬ লক্ষ টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১০,০৪৭.২৯ লক্ষ টাকা আয় করেছে। যার একটি তুলনামূলক বিবরণী বারচিত্রে উপস্থাপিত হলো ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | মোট আয় |
|---|---|
| ২০১২-১৩ | ৭,১৬৮.৩৩ |
| ২০১৩-১৪ | ৭,২২৩.৪৪ |
| ২০১৪-১৫ | ৭,২৬২.২৭ |
| ২০১৫-১৬ | ৭,৯৫০.৪৬ |
| ২০১৬-১৭ | ১০,০৪৭.৩০ |

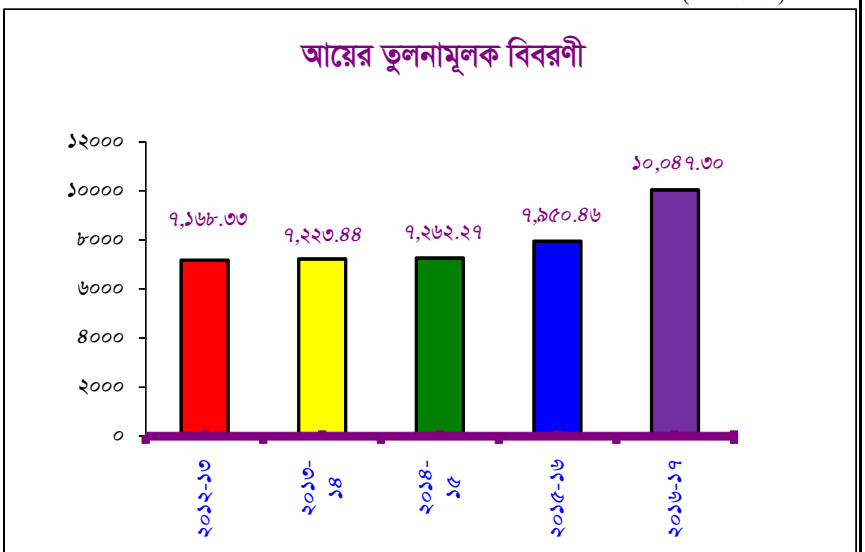

## ৩। সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগ ঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট নির্মান/নবায়নের জন্য ২১৯.৪৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে উক্ত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩১১.৯৭ লক্ষ টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১২৩৪.২১ লক্ষ টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৭১২.৭১ লক্ষ টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিনিয়োগ করা হয়েছে ৪,৪৬৪.৬১ লক্ষ টাকা। নিম্নে উল্লেখিত অর্থ বছরে বিনিয়োগের তুলনামূলক বিবরণী বার চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | বিণিয়োগ |
|---|---|
| ২০১২-২০১৩ | ২১৯.৪৬ |
| ২০১৩-২০১৪ | ৩১১.৯৭ |
| ২০১৪-২০১৫ | ১,২৩৪.২১ |
| ২০১৫-২০১৬ | ৭১২.৭১ |
| ২০১৬-২০১৭ | ৪,৪৬৪.৬১ |

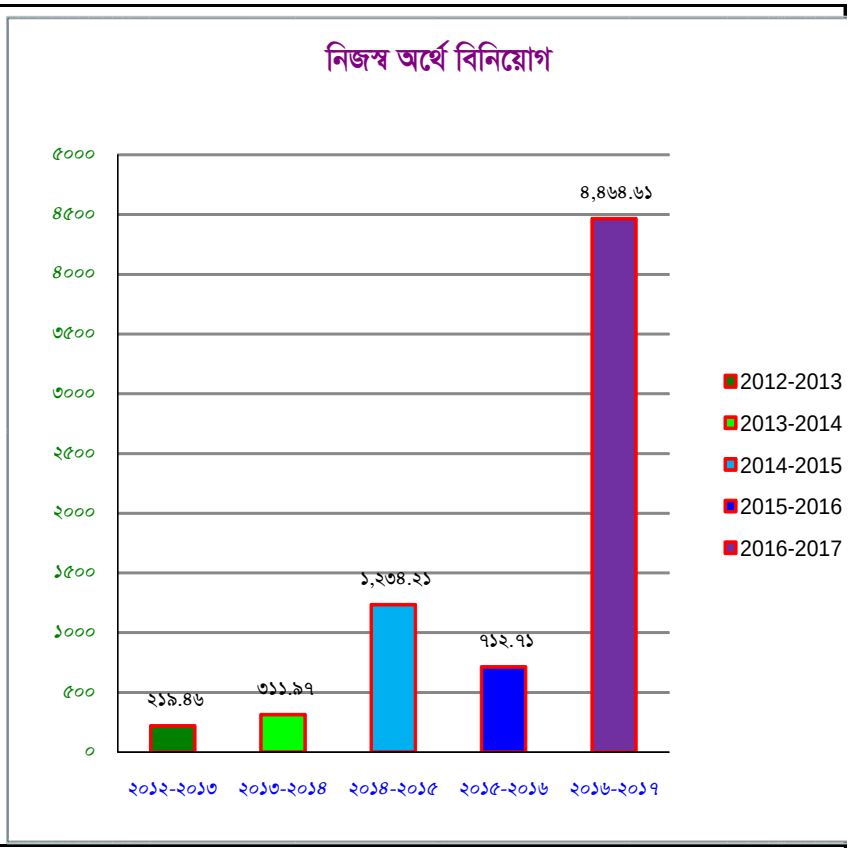


## ৪। নিজস্ব তহবিল থেকে সংস্কার/মেরামত ঃ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অত্র সংস্থা নিজস্ব ব্যয়ে প্রধান কর্যালয় ও বাণিজ্যিক ইউনিটসমুহের অবকাঠামো সংস্কার করে বাণিজ্যিক স্থাপনার মান উন্নয়নের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মেরামত ও সংস্কার কাজে অত্র সংস্থা ১৩৯.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব অর্থে সংস্কারকৃত ইউনিটসমুহের ব্যয়ের বিবরণী নিম্নরূপ ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | ইউনিটের নাম | টাকা |
|---|---|---|
| ১ | প্রধান কার্যালয় | ৪৮.১৫ |
| ২ | ডিএফও | ৭.৪১ |
| ৩ | হোটেল অবকাশ | ৭.৩৭ |
| ৪ | রাংগামাটি মোটেল(ঝুলন্ত ব্রীজ) | ৭.৪৪ |
| ৫ | হোটেল সৈকত | ৮.০০ |
| ৬ | ভ্রমণ ইউনিট | ১৫.২২ |
| ৭ | হোটেল শৈবাল | ৬.২৪ |
| ৮ | দিনাজপুর মোটেল | ৪.৪০ |
| ৯ | অন্যান্য ইউনিট | ৩৪.৯২ |
| | মোট = | ১৩৯.১৫ |

## ৫। সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা ঃ টাকা- ৬৭৫.৭৭ লক্ষ।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অত্র সংস্থা তার নিজস্ব আয় থেকে সকল প্রকার রাজস্ব ব্যয় নির্বাহ করার পর সরকারি পাওনা বাবদ আয়কর, ডিএসএল, লভ্যাংশ ও ভ্যাট খাতে সরকারি কোষাগারে মোট ৬৭৫.৭৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে। এগুলোর একটি বিবরণ পাই চিত্রে উপস্থাপিত হলো ঃ

| | (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|
| হিসাবের খাত | পরিশোধ |
| আয়কর | ৬৬.১০ |
| লভ্যাংশ | ২৫.০০ |
| ডিএসএল | ২০.০০ |
| ভ্যাট | ৫৬৪.৬৭ |
| মোট = | ৬৭৫.৭৭ |

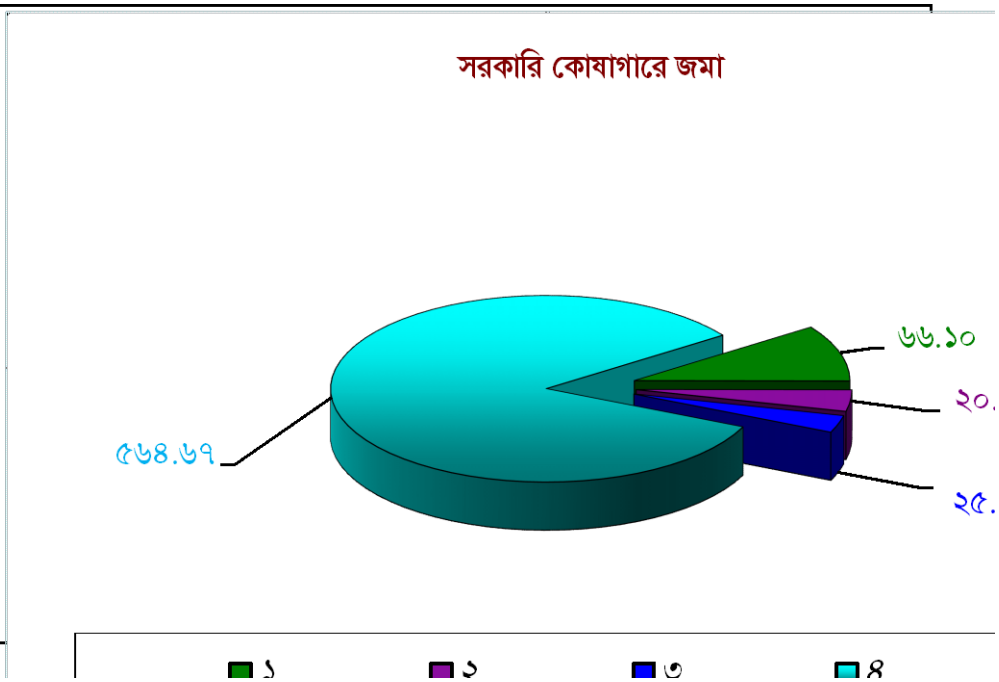


## ৬। সরকারী অনুদান ঃ

২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে বাপক সরকারের নিকট থেকে সম্ভাবনাময় স্থান সমুহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প ব্যয়ের জন্য ১৪৯.৮১ লক্ষ টাকা সরকারী অনুদান পেয়েছে। বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে প্রাপ্ত সরকারী অনুদানের একটি তুলনা বারচিত্র উপস্থাপন করা হলো ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | অনুদান |
|---|---|
| ২০১২-২০১৩ | ১,৮৭২.৬৬ |
| ২০১৩-২০১৪ | ৬৪৪.৮১ |
| ২০১৪-২০১৫ | ২,০৭৪.৪২ |
| ২০১৫-২০১৬ | ৫৪১.১৯ |
| ২০১৬-২০১৭ | ১৪৯.৮১ |

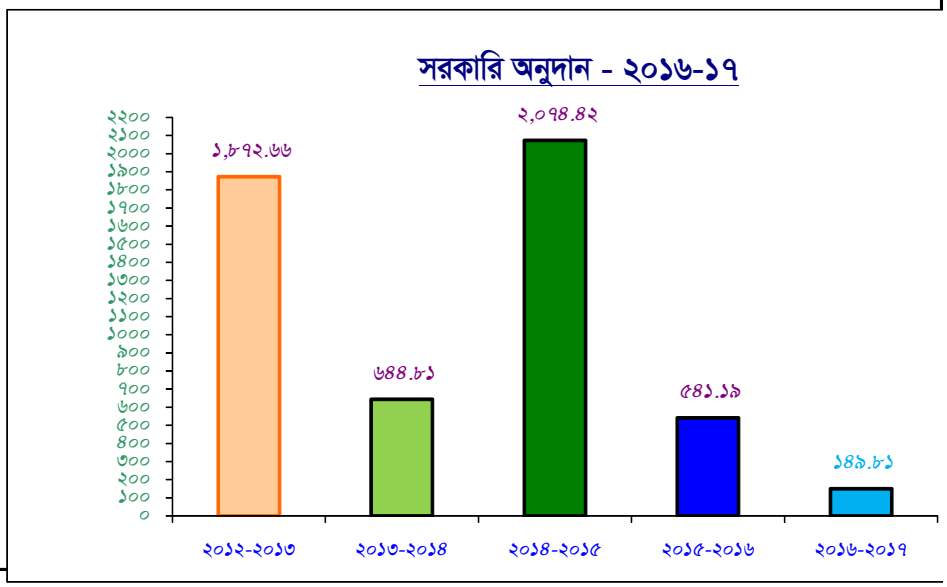


## ৭। অবসরভাতা আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ঃ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ৬(ছয়) জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পেনশন বাবদ ২৮০.২৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন প্রথা চালুর পর এ পর্যন্ত মোট ২৬১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবসরভাতা, আনুতোষিক ও উৎসব বোনাস বাবদ সর্বমোট প্রায় ৪,৭২৩.৪২ লক্ষ (সাতচল্লিশ কোটি তেইশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

# ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্

## ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্ বিভাগের কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশি-বিদেশি পর্যটকদের শুল্কমুক্ত সুবিধায় পণ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর হতে দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহে শুল্কমুক্ত বিপণী পরিচালনা করে আসছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন, বহির্গমন ও ট্রানজিট লাউঞ্জে বিদেশগামী ও আগত পর্যটকদের জন্য ৩টি শুল্কমুক্ত বিপণী, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন ও বহির্গমন লাউঞ্জে ২টি শুল্কমুক্ত বিপণী এবং চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন ও বহির্গমন লাউঞ্জে ২টি সহ মোট ৭টি শুল্কমুক্ত বিপণী পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া শুল্কমুক্ত পণ্য সেবার পাশাপাশি পর্যটকদের জলযোগসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ২টি স্ন্যাকস কর্ণার, ১টি পর্যটন সুইটস কর্ণার এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ৩টি স্ন্যাকস কর্ণার পরিচালনা করছে। সম্প্রতি বেনাপোল স্থলবন্দরে শুল্কমুক্ত বিপণী স্থাপনের জন্য বেনাপোল স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জায়গা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। শীঘ্রই উক্ত বিপণীর বিক্রয় কার্যক্রম শুরু হবে। এছাড়া ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ শুল্কমুক্ত বিপণী বহির্গমন, আগমন ও ট্রানজিট শপ-কে আন্তর্জাতিক মানে সজ্জিত করা হয়েছে।

### ১.১ ডিএফও কর্তৃক পরিচালিত ডিউটি ফ্রি শপ ও স্ন্যাকস/ কর্ণারসমূহ ঃ

**হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।**

ডিউটি ফ্রি শপ, আগমনী লাউঞ্জ, ঢাকা।
ডিউটি ফ্রি শপ, বহির্গমন লাউঞ্জ, ঢাকা।
ডিউটি ফ্রি শপ, ট্রানজিট লাউঞ্জ, ঢাকা।
স্ন্যাকস কর্নার, বহির্গমন লাউঞ্জ, ঢাকা।
পর্যটন সুইটমিট কর্নার, বহির্গমন লাউঞ্জ, ঢাকা।
ড্রিংকস কর্নার, ট্রানজিট লাউঞ্জ, ঢাকা।

**শুল্কমুক্ত বিপণী (আগমনী লাউঞ্জ)**

শুল্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন) পূর্ব পাশের প্রবেশ পথ

শুল্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন) দক্ষিণ পাশের প্রবেশ পথ

শুল্কমুক্ত বিপণী (ট্রানজিট লাউঞ্জ)

## স্ন্যাক্স কর্নার (বহির্গমন লাউঞ্জ)

## ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।

ডিউটি ফ্রি শপ, আগমনী লাউঞ্জ, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।

ডিউটি ফ্রি শপ, বহির্গমন লাউঞ্জ, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।

## শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

ডিউটি ফ্রি সপ আগমনী লাউঞ্জ, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
ডিউটি ফ্রি শপ, বহির্গমন লাউঞ্জ, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
স্ন্যাকস কর্ণার, বহির্গমন লাউঞ্জ, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
স্ন্যাকস কর্ণার, আগমনী লাউঞ্জ, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
স্ন্যাকস কর্ণার, পার্কিং এলাকা, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

১.২ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন উক্ত বিপণীসমূহ হতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। শুল্কমুক্ত বিপণীগুলোতে বিদেশি ব্রান্ডের সিগারেট, মদ জাতীয় পানীয়, প্রসাধন সামগ্রী ও খাদ্য সামগ্রীসহ দেশীয় তৈরী সিল্ক, ঐতিহ্যবাহী জামদানী, কাতান, টাংগাইল সুতী শাড়ী, নকশী বস্ত্রজাত সামগ্রী, পিতল, বাঁশ, চামড়া, বেতের হস্তশিল্পজাত সামগ্রী, পাটজাত সামগ্রী ও বিভিন্ন রফতানীযোগ্য দেশীয় পণ্য ক্রেতা সাধারণের নিকট বিক্রয় করে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

নিম্নে বিগত পাঁচ অর্থ বছরের আয়-ব্যয় এবং লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক বিবরণী প্রদত্ত হলো ঃ-
(লক্ষ টাকায়)

| অর্থ বছর | মোট আয় | অপারেটিং খরচ | অপারেটিং লাভ/ক্ষতি | অবচয় | মোট ব্যয় | করপূর্ব লাভ/ক্ষতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১২-১৩ | ৩১৬১.১২ | ২২৯৭.৯৮ | ৮৬৩.১২ | ৯.৬৮ | ২৩০৭.৬৬ | ৮৫৩.৪৬ |
| ২০১৩-১৪ | ৩৪২১.৬১ | ২৬২৬.৫৬ | ৭৯৫.০৪ | ১১.৫২ | ২৬৩৮.০৮ | ৭৮৩.৫২ |
| ২০১৪-১৫ | ৩৪৭২.৩৩ | ২৬১৬.২০ | ৮৫৬.১৪ | ১১.৫২ | ২৬২৭.৭২ | ৮৪৪.৬২ |
| ২০১৫-১৬ | ৩৪০৩.৩২ | ২৬০২.৮২ | ৮০০.৫০ | ১১.৫২ | ২৬১৪.৩৪ | ৭৮৮.৯৮ |
| ২০১৬-১৭ | ৩৮৮৮.৭৬ | ২৮৯৬.৪৬ | ১০৯২.৩০ | ১৫.৫৪ | ২৮১২.০০ | ১০৭৬.৭৬ |
| মোট ==>> | ১৭৩৪৭.১৪ | ১৩০৪০.০২ | ৪৪০৭.১০ | ৫৯.৭৮ | ১২৯৯৯.৮০ | ৪৩৪৭.৩৪ |

## বিগত পাঁচ অর্থ বছরের লাভ-ক্ষতি চার্টের মাধ্যমে প্রদর্শিত হলো

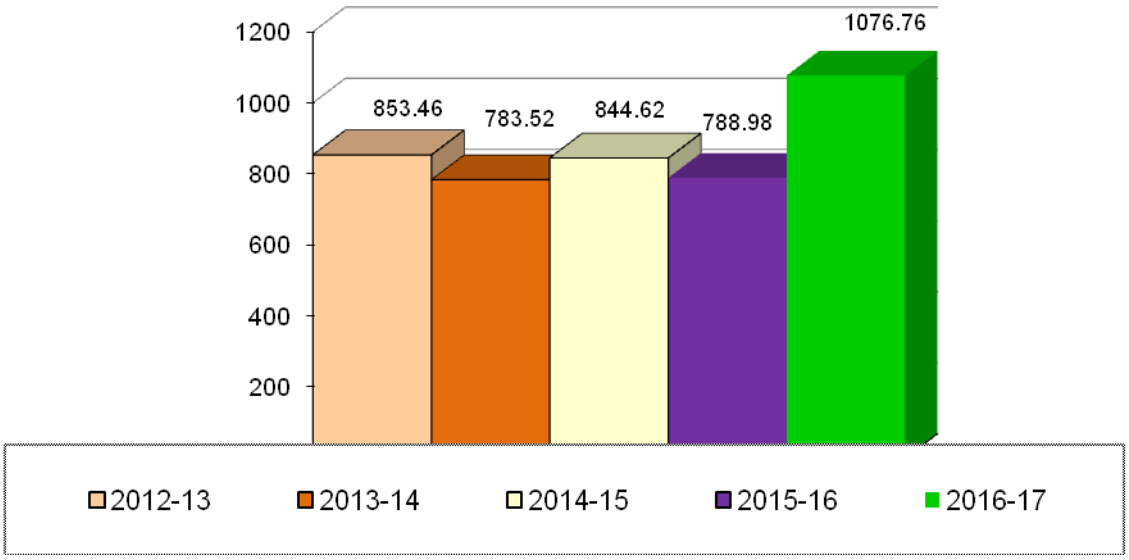


বর্ণিত আয়-ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহের গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে করপূর্ব মুনাফা হয়েছিল ৭৮৮.৮৮ লক্ষ টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে করপূর্ব মুনাফা বৃদ্ধি পেয়ে ১০৭৬.৭৬ লক্ষ টাকা হয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অধীনে ১৯৭৫ সাল থেকে শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে এ বছর সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মহাব্যবস্থাপক (ডিএফও) এর নিরলস প্রচেষ্টা এবং সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রমে আয় বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। বর্তমানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৪টি নতুন বেসরকারি শুল্কমুক্ত বিপণী চালু হওয়ায় এবং সেই সাথে বিপণীসমূহের ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। কিন্তু বাপক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকি, আমদানীকৃত পণ্যসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণে যথার্থ কৌশল অবলম্বন করার ফলে এবং স্থানীয় পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত রেখে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন এবং সময় উপযোগী ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের কারণেই ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট আয় উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিক্রয় বৃদ্ধির কৌশল প্রয়োগে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্রেতা সন্তুষ্টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শুল্কমুক্ত পণ্যের বিক্রয় কার্যক্রমের গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহ বা ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি লাভজনক ইউনিট। সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহের আয় এই সংস্থার মোট আয়ের উল্লেখযোগ্য প্রধান উৎস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ম্যান্ডেট অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে, সেবার মান বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রামে শাহ আমান্ত বিমানবন্দর এবং সিলেটে ওসমানী বিমানবন্দরস্থ শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহে কম্পিউটার ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ইনভয়েস তৈরী এবং সম্পূর্ণ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অটোমেশন পদ্ধতি স্থাপন এবং এর সুষ্ঠু তদারকি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সি.সি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিক্রয় পদ্ধতি সংযোজনের ফলে সম্মনিত যাত্রীরা নির্ধারিত মূল্যে পছন্দের পণ্য ক্রয় করতে পারছেন। পাশাপাশি সংস্থার আয় বৃদ্ধিসহ সেবার মান উন্নত ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

# ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

## ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মানব সম্পদ উন্নয়নে এনএইচটিটিআই-এর কার্যক্রমসমূহ

পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল ট্যুরিজম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট বা NHTTI প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে অদ্যাবধি দেশের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে আসছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই দক্ষ জনবলের অধিকাংশই বর্তমানে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, গেস্ট হাউজ, ট্রাভেল এজেন্সি, এয়ারলাইন্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে।

### প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের বিবরণ

NHTTI হতে নিম্নে বর্ণিত কোর্সসমূহ নিয়মিতভাবে দুই শিফ্টে (সকাল ও বিকাল) পরিচালনা করা হচ্ছেঃ-

| ক্রঃ নং | কোর্সের নাম | কোর্সের মেয়াদকাল |
|---|---|---|
| ১ | ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট | ২ বছর |
| ২ | ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট | ১ বছর |
| ৩ | ডিপ্লোমা ইন কালিনারী আর্টস এ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট | ১ বছর |
| ৪ | প্রফেশনাল শেফ কোর্স | ১ বছর |
| ৫ | প্রফেশনাল বেকিং কোর্স | |
| ৬ | ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফ্রন্ট অফিস | ১৮ সপ্তাহ |
| ৭ | ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন | ১৮ সপ্তাহ |
| ৮ | ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস | ১৮ সপ্তাহ |
| ৯ | ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন হাউজ কিপিং এ্যান্ড লন্ড্রি | ১৮ সপ্তাহ |
| ১০ | ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন বেকারী এ্যান্ড পেষ্ট্রি প্রোডাকশন | ১৮ সপ্তাহ |
| ১১ | ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ট্রাভেল এজেন্সি এ্যান্ড ট্যুর অপারেটর | ১৮ সপ্তাহ |
| ১২ | লেডিস কুকারী এন্ড বেকারি কোর্স (শুধুমাত্র শুক্র ও শনিবার) | ৩ সপ্তাহ |
| ১৩ | কাস্টোমাইজড কোর্স (দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন মেয়াদে) | |
| ১৪ | ফুড হাইজিন এন্ড সেনিটেশন | ৩ সপ্তাহ |
| ১৫ | জ্যাম জেলি এন্ড পিকেল | ৩ সপ্তাহ |
| ১৬ | চাইনিজ ল্যাংগুয়েজ কোর্স | ৯ সপ্তাহ |
| ১৭ | ০৮ টি বিভাগীয় শহরে ৫ টি বিষয়ে শর্ট কোর্স | ৫ দিন |
| ১৮ | নভো এয়ার এর জন্য এয়ার টিকেটিং ও রিজার্ভেশন বিষয়ে শর্ট কোর্স | ৪ দিন |

### ২০১৭ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন গুলো নিম্নে বর্ণিত হলো

১. ২০১৭ সালের জানুয়ারী তে NHTTI এর Food & Beverage Production Department হতে বিভাগীয় প্রধান জাহিদা বেগমের নেতৃত্বে একটি দল বিশ্বের বৃহত্তম তরুণ রন্ধনশিল্পীদের প্রতিযোগিতা Young Chef Olympiad 2017 এ অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দল বিশ্বের ৪৯ টি দেশর মধ্যে ১৭ তম স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়।

২. এনসিসি স্বল্পমেয়াদী ৬টি বিষয়ে, ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট, প্রফেশনাল সেফ, এনটিভিকিউএফ বেকিং লেভেল-২ এ ৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থী স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করেছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণার্থীরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট সফলতার সাথে শেষে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিতে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে কর্মে নিয়োজিত আছে।

৩. এনএইচটিটিআই-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের হার শতকরা ৯৫ ভাগ যা সংস্থার অধীনস্থ এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সর্বোচ্চ সাফল্যের প্রমাণ।

৪. দেশের অন্যতম সেরা পাঁচ তারকা হোটেল হিসেবে স্বীকৃত Pan Pacific Sonargaon Hotel এ ৭০০ জন, Le Meridien-এ ১৮৪ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়মিত কর্মী হিসেবে কর্মরত আছে। এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্টে রয়েছে ৪৬ জন প্রশিক্ষণার্থী।

তাছাড়া Hotel Intercontinental , Hotel Six Season, Hotel Amari, Ocean Paradise, Royal Tulip, Radisson, west In, Grand Sultan, Hotel Olive, Hotel Four Points by Sheraton সহ বিভিন্ন হোটেল/মোটেল ও রেস্তোরাঁয় প্রায় দুই হাজার প্রশিক্ষণার্থী স্থায়ী ও অস্থায়ী ভিত্তিতে চাকুরিরত আছে যারা সেখানে সুনামের সাথে কাজ করছে।

৫. মহিলাদের জন্য স্পেশাল কুকারি এন্ড বেকারি, ফুড হাইজিন এন্ড সেনিটেশন, স্পেশাল বেকারি কোর্সে মোট প্রায় ৩৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

৬. এছাড়া রাজউক, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, বিজিবি, নভোএয়ার, বেল্লা ভিসতা, শেখ হাসিনা ট্রেনিং একাডেমি, হোম ইকনোমিক্স কলেজ এর কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস, প্রোডাকশন, হাউজিকিপিং ,ট্যুর গাইড এন্ড ট্রাভেল এজেন্সী অপারেশন্স ইত্যাদি বিষয়ে এনএইচটিটিআই হতে কাস্টমাইজড কোর্স করানো হয়ে থাকে।

৭. বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সার্ভিস (বিএফসিসি)-এ এনএইচটিটিআই-এর সেফ ও বেকারিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্টে কর্মরত আছে।

৮. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নবীন কূটনীতিকদের ৫০ জন এনএইচটিটিআই-তে পর্যটন ও মেন্যু প্ল্যানিং, টেবিল সেটআপ, টেবিল প্রিপারেশন এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৯. বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ৬৮৫ জন সরকারি/বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ কর্মচারীদের ফ্রন্ট অফিস, হাউজকিপিং, ফুড এন্ড বেভারেজ প্রডাকশন ও ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

১০. বিজিবি'র ৬৪ জন কুক, ওয়েটারদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

১১. মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ১৩৫ জন কর্মচারীদের ফ্রন্ট অফিস এবং ম্যানার এটিক্যাট হাইজিন ও এফএনবি (সার্ভিস) প্রশিক্ষণ প্রদান।

১২. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৫ জন মেস ওয়েটারদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৩. নভো-এয়ারের বছর মেয়াদী সমঝোতা স্বারকের আওতায় ৪৮ জন নভো-এয়ারের কর্মরত নবীন কর্মকর্তাদের ট্রাভেল এজেন্সী অপারেশন্স ও টিকেটিং-এ প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৪. ICIMOD এর হিমলিকা প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান-এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির ৬২ জন কে ট্যুর গাইডিং, হাউস কিপিং ও সার্ভিস-এ প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৫. বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান কফি ওয়ার্ল্ড-এর ২৫ জনকে ফুড সেফটি ও হাইজিন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৬. প্রতিটি ফুড সেফটি ও হাইজিন কোর্সের শেষে হাইজিন কার্নিভ্যাল আয়োজন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশে প্রথম।

১৭. চাইনিজ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এনএইচটিটিআই ও ট্রানসেন্ড বাংলাদেশ এর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় (এনএইচটিটিআই- তে) প্রশিক্ষণরত দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষার্থীদের সৌজন্যমূলকভাবে চাইনিজ ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সে দুই পর্যায়ে ১২০ জনকে চাইনিজ ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৮. ফুড সেফটি ও হাইজিন কোর্সে ২০০ জনকে প্রশিক্ষণসহ ফুড সেফটি ও হাইজিন কোর্সে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৯. নবান্ন উৎসব, চিলড্রেনস ডে প্রোগ্রাম ও রিইউনিয়ন প্রোগ্রামে লাইভ ফুড প্রদর্শনী, পিঠা প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে এনএইচটিটিআই-এর প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ।

## এনএইচটিটিআই এর বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী

**লক্ষ টাকায়**

| অর্থ বৎসর | আয়ের লক্ষ্যমাত্রা | মোট আয় | মোট ব্যয় | অপারেটিং লাভ | অবচয় | সর্বমোট ব্যয় | নিট মুনাফা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৬-১৭ | ৬০০.০০ | ৬৫৩.০০ | ৩৯২.০০ | ২৬১.০০ | ৯.০০ | ৪০১.০০ | ২৫২.০০ |

## এনএইচটিটিআই এর বিগত ২ (দুই) অর্থ বৎসরের কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণী

| কোর্স | সাল ২০১৫-২০১৬ | | সাল ২০১৬-২০১৭ | |
|---|---|---|---|---|
| | কোর্সের সংখ্যা | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | কোর্সের সংখ্যা | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
| ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্সসমূহ | ১৮ | ৭৭৩ | ১৮ | ৮৪০ |
| ১ ও ২ বছর মেয়াদী কোর্সসমূহ | ৩ | ১৭৩ | ৫ | ২৯১ |
| স্বল্পমেয়াদী কোর্সসমূহ | ৫ | ৩৬০ | ৫ | ১,৩০৪ |
| মোট | ২৬ | ১,৩০৬ | ২৮ | ২,৪৩৫ |

Registration to Young Chef Olympiad 2017 & CNN coverage

## এনএইচটিটিআই এর প্রশিক্ষণের বর্ণিল কার্যক্রম

# পরিশিষ্ট - ক

*বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের বর্তমান অবস্থা ঃ*

| | | |
|---|---|---|
| ক. মোট বাণিজ্যিক স্থাপনার সংখ্যা | ঃ | ৪৬টি |
| খ. সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হোটেল-মোটেল, রেস্তোরাঁর সংখ্যা | ঃ | ২৯টি |
| গ. ব্যবস্থাপনা চুক্তিতে পরিচালিত হোটেল-মোটেল, রেস্তরাঁ ও বারের সংখ্যা (হোটেল/মোটেল/রেস্তোরাঁ - ২টি, বার - ১১টি এবং অন্যান্য স্থাপনা ৪টি) | ঃ | ১৭টি |
| ঘ. মোট আবাসিক শয্যা সংখ্যা | ঃ | ১৫৬০টি |
| ঙ. মোট রেস্তোরাঁ আসন সংখ্যা | ঃ | ১৯৯২টি |

**সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ইউনিটসমূহ ঃ**

১॥ ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।

২॥ হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা। (ক) ঈগল ও ময়ূরী রেস্তোরা, জাতীয় চিড়িয়াখানা, ঢাকা।
(খ) ক্যাটারিং সার্ভিস, সোনারবাংলা এক্সপ্রেস ট্রেন, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(গ) স্ন্যাকস কর্ণার, পানাম সিটি, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

৩॥ ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্, মহাখালী, ঢাকা।

- শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ঃ **ডিউটি ফ্রি সপস্ ঃ** (ক) বহির্গমন লাউঞ্জ (খ) আগমন লাউঞ্জ (গ) ট্রানজিট লাউঞ্জ।
  **স্ন্যাক্স কর্ণার ঃ** (ক) বহির্গমন লাউঞ্জ (খ) ট্রানজিট লাউঞ্জ।
- শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ঃ ডিউটি ফ্রি সপস্ ঃ (ক) বহির্গমন লাউঞ্জ (খ) আগমন লাউঞ্জ।
  স্ন্যাক্স কর্ণার ঃ (ক) বহির্গমন লাউঞ্জ (ক) ডমেস্টিক লাউঞ্জ (খ) কার পার্কিং এরিয়া।
- ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ঃ ডিউটি ফ্রি সপস্ ঃ (ক) বহির্গমন লাউঞ্জ (খ) আগমন লাউঞ্জ।

৪॥ ভ্রমণ ইউনিট, ঢাকা (ক) শালুক, পাগলা (খ) চন্দ্রা পিকনিক স্পট, গাজীপুর সদর (গ) সালনা পিকনিক স্পট, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

৫॥ জয় রেস্তোরাঁ, সাভার, ঢাকা।

৬॥ পর্যটন মোটেল, বগুড়া। (ক) স্ন্যাকস কর্ণার, মহাস্থানগড়, বগুড়া।

৭॥ পর্যটন মোটেল, রাজশাহী।

৮॥ পর্যটন মোটেল, সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (২৮.০২.২০১৩ তারিখে উচ্ছৃংখল জনতার আক্রমণে মোটেলটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি)।

৯॥ পর্যটন মোটেল, রংপুর।

১০॥ পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর।

১১॥ হোটেল সৈকত, ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।

১২॥ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটি (কটেজ ও অডিটোরিয়ামসহ)।

১৩॥ এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৪॥ পর্যটন মোটেল খাগড়াছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১৫॥ মোটেল প্রবাল, পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, কক্সবাজার।

১৬॥ হোটেল শৈবাল (৫টি হানিমুন কটেজ ও ৫টি লাক্সারী কটেজসহ), পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, কক্সবাজার।

১৭॥ মোটেল উপল, পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, কক্সবাজার।

১৮॥ মোটেল লাবণী, পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, কক্সবাজার।

১৯॥ হোটেল নেটং, টেকনাফ, কক্সবাজার।

২০॥ পর্যটন মোটেল বান্দরবান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

২১॥ পর্যটন মোটেল, সিলেট।

২২॥ পর্যটন মোটেল, জাফলং, সিলেট।

২৩॥ পর্যটন হলিডে হোমস্ ও ইয়ুথ ইন্, কুয়াকাটা, পটুয়াখালী।

২৪॥ হোটেল মধুমতি, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

২৫॥ হোটেল পশুর, মংলা, বাগেরহাট।

২৬॥ পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ি, যশোর।

২৭॥ পর্যটন মোটেল, বেনাপোল, যশোর।

২৮॥ পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর, মেহেরপুর।

২৯॥ সংসদ ভি. আই. পি. ক্যাফেটেরিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

**বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইউনিট/স্থাপনাসমূহ ঃ**

১॥ সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বার, ডিসিসি সুপার মার্কেট, পরীবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।-
২॥ রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার, মহাখালী, ঢাকা।
৩॥ রেস্তোরাঁ ও বার, মোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম।
৪॥ গলফ্ বার, হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার।
৫॥ ভাটিয়ারী গলফ্ এন্ড কান্ট্রি ক্লাব বার, ভাটিয়ারী, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালনা করা হচ্ছে)।
৬॥ ফয়'স লেক এন্টারটেইনমেন্ট পার্ক, চট্টগ্রাম।
৭॥ চিলড্রেন্স এমিউজমেন্ট পার্ক, সিলেট।
৮॥ পর্যটন সুইমিং পুল, কক্সবাজার।
৯॥ পর্যটন রেষ্ট হাউজ, মৌলভীবাজার (মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসন কর্তৃক রেষ্ট হাউজটি দখল করার প্রেক্ষিতে লীজ গ্রহীতা জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দাখিল করেছে যা বিচারাধীন)।
১০॥ রাঙামাটি বার, পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙামাটি।
১১॥ মংলা বার, হোটেল পশুর, মংলা ।
১২॥ সিলেট বার, সিলেট।
১৩॥ পর্যটন রেস্তোরাঁ, মাধবকুন্ড, মৌলভীবাজার।
১৪॥ রাজশাহী বার, পর্যটন মোটেল, রাজশাহী।
১৫॥ পর্যটন রেস্তোরাঁ, কান্তজিউ মন্দির, কাহারুল, দিনাজপুর।
১৬॥ বগুড়া বার, পর্যটন মোটেল, বগুড়া।
১৭॥ মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বার, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ।

## (খ) অডিট আপত্তি

### ২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

**(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায়)**

| ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিষ্পত্তি অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১। | **বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন** | | | | | | | |
| | **জুলাই ২০১৬ এর প্রারম্ভিক জের -** | **৫০৪** | **১৪৩.৩৩** | **৪৫ টি** | **৬৮ টি** | **২৫.৯৩** | **৫৪০** | **১৩৮.৯৪** |
| | **প্রাপ্ত নূতন আপত্তির সংখ্যা (২০১৬-১৭) -** | **১০৪** | **২১.৫৪** | | | | | |
| | | --- | --- | | | | | |
| | **জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট আপত্তি -** | **৬০৮** | **১৬৪.৮৭** | | | | | |

**২.২** অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেসসমূহের তালিকা ঃ

আলোচ্য সময়ে অত্র সংস্থায় গুরুতর, বড় ধরণের জালিয়াতি বা অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটেনি।